সাহিত্য-কুসুম।

বাঙ্গলাছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের পাঠোপযোগী

সাহিত্য।

শ্রীশিবকিশোর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

ঢাকা স্যমন্তক-যন্ত্রে

প্রিণ্টার শ্রীগোপীনাথ বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮৭। ২৫ই এপ্রিল।
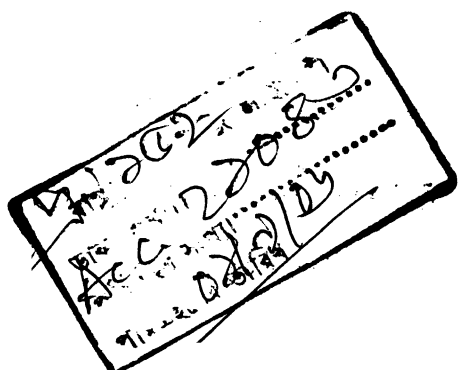
বিজ্ঞাপন।

যেরূপ একবর্ণের বস্তু সর্ব্বদা অবলোকন করিলে, নয়নের অতৃপ্তি জন্মে, সেইরূপ এক ব্যক্তির সহিত আলাপ, এক নগর পর্য্যটন ও এক পুস্তক নিয়ত পাঠ করিলে মনে অপ্রীতির উদয় হয় এবং তাহাতে অভিজ্ঞতাও লাভ করা যায় না। কারণ, এক আধারে সমস্তগুণের সমাহার অসম্ভব। কালিদাসে যে গুণ, তাহা মাঘে নাই, বিদ্যাসাগরে যাহা আছে, তাহা অক্ষয়কুমারে নাই ইত্যাদি। বস্তুতঃ রুচি, কল্পনা ও গুণভেদে একের সহিত অন্যের অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এক বিষয় বর্ণন করিতে গিয়াও বিভিন্নরূপ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। যিনি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় ও মাঘের শিশুপালবধ উভয়ই পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, এই দুই পুস্তকের রচনা কখনই একরূপ নহে অথচ উভয়ত্র একই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব উপরি উক্ত আলোচনাদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পাঁচ জনের গ্রন্থ একত্র পাঠ করিলে নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতা ও বিবিধ উপদেশ লাভ করা যায়।

আজি কালি পরীক্ষকেরা যেরূপ প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা ছাত্রদিগের বহুদর্শিতা পরীক্ষা করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের সেরূপ বহুদর্শিতালাভ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। এক কি দুই গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াই তাহারা সমস্ত বৎসর অতিবাহন করিয়া থাকে। যদিও তাহারা নিম্নশ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠ করে, কিন্তু তাহাদি[illegible]া বয়োঽল্পতাপ্রযুক্ত ঐ সময়ে তাহার বিশেষ মর্ম্মগ্রহ করিতে পারে না।

আমি এই অভাব দূরীকরণ মানসে বর্ত্তমান প্রধান প্রধান লেখকদিগের প্রবন্ধ সকল এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। এইক্ষণ শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ও উপকারী বিবেচনা করিলেই কৃতার্থম্মন্য হইব।

এই পুস্তকে যে সকল গ্রন্থকারদিগের প্রবন্ধসকল সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সাময়িক প্রসিদ্ধ লেখক। বাঙ্গলা ভাষায় উৎকৃষ্ট রচনার কোন আদর্শ প্রদর্শন করিতে হইলে তাঁহাদিগের গ্রন্থভিন্ন আর উপায় নাই। এজন্য আমি এই গ্রন্থে তাঁহাদিগেরই প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশন করিয়া সবিনয়ে বলিতেছি যে, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺ তারাশঙ্কর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় প্রভৃতি মহোদয়দিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

প্রকাশক।

সাহিত্য-কুসুম।

দুষ্মন্ত রাজার তপোবনদর্শন।

রাজা সারথিকে কহিলেন, সূত! রথ চালন কর, তপোবন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি ভূপতির আদেশ পাইয়া রথ চালন করিল। রাজা কিয়দ্দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, সূত! কেহ কহিয়া দিতেছেনা, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখ-ভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদী ফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ! কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল নিঃশঙ্কচিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয় ধূমসমাগমে নবপল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন।

রাজা কিঞ্চিৎ গমন করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; এই স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ-হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সূত! তপোবনে বিনীতবেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য।

অতএব শরাসন ও সমুদায় আভরণ রাখ। এই বলিয়া সেই সমস্ত সূতহস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং কহিলেন, অশ্বগণের আজি অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, আশ্রমবাসীদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে, উহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয় সূচক লক্ষণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ, শান্তরসাস্পদ, অথচ আমার দক্ষিণবাহুর স্পন্দন হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশজনের এতদনুযায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়, প্রিয় সখি! এদিকে এদিকে, এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটী অল্পবয়স্কা তপস্বিকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জল সেচন করিতে আসিতেছে। রাজা, তাহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজি উদ্যানলতা সৌন্দর্য্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাম্নী দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া আলবালে জল সেচন করিতে আরম্ভ

করিলেন। অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, পিতা কণ্ব তোমা অপেক্ষাও আশ্রমপাদপদিগকে ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জল সেচন করিতে আসিয়াছি এমন নয়, আমারও ইহাদিগের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয় তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, এস, তাহাদিগকেও সেচন করি। এই বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই সমস্ত বৃক্ষে জল সেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা দেখিয়া শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক, এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন। অথবা যেমন প্রফুল্লকমল শৈবালযোগেও বিলক্ষণ শোভা পায়, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্ক সম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বল্কল পরিধান করিয়াও যারপর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসুন্দর তাহাদের কিনা অলঙ্কারের কার্য্য করে।

শকুন্তলা জল সেচন করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ সমীরণভরে সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা আমাকেও আহ্বান করিতেছে; অতএব আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া সহকারতরুতলে গিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন সখি! ঐখানে খানিক থাক। শকুন্তলা

জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে, যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এই নিমিত্তই তোমাকে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে২ কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেননা, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব, বাহু-যুগল কোমলবিটপশোভা ধারণ করিয়াছে, আর নবযৌবন, বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন, শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নব মালিকার বনতোষিনী নাম রাখিয়াছ সে স্বয়ংবরা হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া বনতোষিনীর নিকটে গিয়া, সহর্ষমনে কহিতে লাগিলেন সখি অনসূয়ে দেখ ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত! নবমালিকা, বিকসিত নবকুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে, আর সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি নিমিত্ত শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিনীকে উৎসুকনয়নে নিরীক্ষণ করে জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি জানিনা, কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন এই মনে করিয়া, যে যেমন বনতোষিনী সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেমনই আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন, এইটি তোমার আপনার মনের কথা। শকুন্তলা, এই বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হৃষ্টমনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার মূল অবধি অগ্র-পর্য্যন্ত মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন; সখি আমি

ও তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন এ তোমার মন গড়া কথা, আমি শুনিতে চাহিনা। প্রিয়ংবদা কহিলেন না সখি! আমি পরিহাস করিতেছিনা। পিতার মুখে শুনিয়াছি তাই কহিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুল-নির্গম এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে! এই নিমিত্তই শকুন্তলা মাধবীলতাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করে বটে। শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যেত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্তই উহাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া, শকুন্তলা মাধবীলতায় জল সেচন আরম্ভ করিলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতে-ছিল, জলসেক করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া বিকসিত কুসুমভ্রমে শকুন্তলার প্রফুল্লমুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপ-ক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লবসঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইলনা, গুন্ গুন্ করিয়া অধর সমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি পরিত্রাণ কর, দুর্ব্বৃত্তমধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে২ কহি-লেন সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবন রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ইতি-মধ্যে ভ্রমর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, শকুন্তলা কহিলেন, দেখ এই দুর্ব্বৃত্ত কোনমতে নিবৃত্ত হইতেছেনা, আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন কি আপদ! এখানেও আবার সঙ্গে২ আসিতেছে, সখি! পরিত্রাণ কর।

তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রিয়সখি। আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণকর, তিনি তোমায় পরিত্রাণ করিবেন।

(শকুন্তলা)

চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ।

কিছু দিনের পর রাজা চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল! রাজবাটী মহোৎসবময় ও নগর আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত লোক সকল দিগ্দিগন্তে গমন করিল।

একদা কার্য্যক্রমে চন্দ্রাপীড় অমাত্যের বাটিতে গিয়াছেন, তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদায় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কলা শিখিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য সমুদায় জানিয়াছ, তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশু ধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবন প্রভাবে মনে একপ্রকার তম উপস্থিত হয় উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মলবুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতিগর্হিত অসৎকর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম

বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয়না। সুরাপান না করিলেও চক্ষুর দোষ না থাকিলেও ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকেনা। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেনা। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্, ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এইরূপ উদ্ধত হয় যে আপনমতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ, সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায়না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে! যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এসকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্নব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ দৃঢ়নৌকা না থাকিলে উহার প্রবলপ্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকেনা।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরাভূমিতে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মেনা, চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকেনা? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে

থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময়ে বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্ম-মতের বিপরীত বাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে-ননা। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেননা। রূপবান্, গুনবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় লন। দুরাচারলক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূত-ক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যাস্তুতিবাদ করিতে নাপারিলে ধনীদিগের নিকটে জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্য পরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয়, এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহা-রাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্ট বক্তা উপদেষ্টাকে

নিন্দুক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেননা। তুমি দুর-বগাহ নীতি প্রয়োগ ও দুর্ব্বোধ রাজ্যতন্ত্রের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; সাবধান, যেন সাধুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণা-স্পদ হইওনা। চাটুকারের প্রিয়বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি জন্মে না। যথার্থবাদীকে নিন্দুক বলিয়া যেন অবজ্ঞা করিওনা। রাজারা আপন চক্ষে কিছুই দেখিতেপাননা এবং এরূপ হতভাগ্যলোকদ্বারা পরিবৃত থাকেন, প্রতারণা করাই যাহাদিগের সম্পূর্ণ মানস। তাহারা প্রভুকে প্রতারণা করিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্ব্বদা উহারই চেষ্টা পায়। বাহ্যভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনা-দিগের দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর; তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান, যেন ধন ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইওনা। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর এবং সমুদায় দেশ জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রতিপালন কর। এইরূপ উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাসের গভীর অর্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে বাটী গমন করি-লেন।

(কাদম্বরী)

অর্জ্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরের মিলন এবং অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুরলোকের বিবরণ কথন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জটাসুর নিহত হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় নারায়ণাশ্রমে আগমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদা তিনি অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রৌপদীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমরা বর্ষচতুষ্টয় কুশলে বনে বিচরণ করিলাম। অর্জ্জুন নির্দ্দেশ করিয়াছিল যে, পঞ্চমবর্ষ অতীত হইলে, দেবাসুরগণ নিষেবিত, পুষ্পফলে সুশোভিত তরুসমাকীর্ণ পর্ব্বতরাজ শ্বেতগিরিতে আমাদের সহিত মিলিত হইবে এবং আমরাও অবধারণ করিয়াছিলাম যে, সমাগমদিদৃক্ষু হইয়া ঐ পর্ব্বতে তাহার অন্বেষণ করিব ও সেই অমিততেজা গাণ্ডীবধন্বা পার্থকে দেবলোক হইতে গৃহীতাস্ত্র হইয়া মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করিতে দেখিব। মহারাজ, মহিষী ও অনুজগণকে এই কথা কহিয়া তপস্বী দ্বিজগণের নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিলেন; এবং তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষি লোমশকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া অর্জ্জুনদর্শনমানসে শ্বেতগিরি অভিমুখে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। মহারাজ কোনস্থানে পদব্রজে, কোনস্থানে রাক্ষসস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া চলিতে লাগিলেন। তদনন্তর বহুবিধ ক্লেশ ও পরিশ্রমের পর নানাবিধ পুণ্যসরিৎ দর্শন করিতে করিতে সপ্ত দিবসে পবিত্র হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে নানাদ্রুমলতাবৃত সলিলাবর্ত্তসমূহে সুশোভিত পুণ্যতম বৃষপর্ব্বার আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি নবাগত অতিথিগণের শ্রান্তি দূরীকরণমানসে সমীপে আগমনপূর্ব্বক অভ্যা-

গতোচিত অভিবাদন করিলেন এবং সাদরে স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। পাণ্ডবগণ তথায় পরম সমাদর লাভ করিয়া সপ্তরাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন। অষ্টম দিবসে সেই লোকবিশ্রুত মহানুভব বৃষপর্ব্বাকে আমন্ত্রণ করিয়া আপনাদের প্রস্থানের বিষয় ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া উত্তরদিকে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্থানে স্থানে এইরূপ আতিথ্যগ্রহণ ও পর্ব্বতপ্রস্থে বাস এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণ মহামেঘসদৃশ শিলাময়শ্বেতপর্ব্বতে উপনীত হইলেন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদন শ্বেতপর্ব্বত হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন গন্ধমাদনকাননের মনোরম পক্ষিগণের শ্রুতিসুখাবহ মধুরধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে অমৃতসিঞ্চন করিতে লাগিল! দেখিতে পাইলেন, নানাবিধ বৃক্ষ সকল পর্ব্বতের পরিসরে শোভিত রহিয়াছে এবং চকোর, শুক, কোকিল, চাতক প্রভৃতি বহুবিধ বিহঙ্গমগণ ঐসকল বৃক্ষোপরি খেলিয়া বেড়াইতেছে। কোথাওবা নির্ম্মলজলসম্বলিত নীলোৎপলবিশিষ্ট সরোবর সকল কলহংসে নিনাদিত হইতেছে। তামরসপানমত্ত মধুকরগণ পদ্মোদরমধ্যস্থ কেশরচ্যুত রেণুদ্বারা অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোহরস্বরে গান করিতেছে। মদমন্থর সবিলাস ময়ূরকুল মেঘরব শ্রবণে আকুলিত হইয়া বিচিত্র কলাপ বিস্তারপূর্ব্বক শিখণ্ডিনীর সহিত কেকারবে নৃত্য করিতেছে। কতকগুলি ময়ূর লতাসঙ্কট কুটজমধ্যে প্রিয়া সমভিব্যাহারে পরিভ্রমণ করিতেছে। কতকগুলি উদ্ধতের ন্যায় কুটজশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক কলাপরুচির মুকুটের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। আর কতকগুলি তরুকোটরে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পর্ব্বতশৃঙ্গে সুবর্ণবর্ণ কুসুমভূষিত সিন্ধুবার তরুসমূহ মদনের তোমরাস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোনস্থানে বিকশিত কর্ণিকার সকল রমণীয়

কর্ণপূর সদৃশ বিরাজমান হইতেছে। কোন স্থানের বৃক্ষ সকল দাবাগ্নি, অঞ্জন ও বৈদূর্য্যবর্ণকুসুম সমূহে সাতিশয় শোভিত হইতেছে।

যুধিষ্ঠির নন্দনবনসদৃশ পরমানন্দজনক গন্ধমাদনবনদর্শনে হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া প্রিয়বচনে ভীমকে কহিলেন, হে বৃকোদর! দেখ এই গন্ধমাদনকানন কি আশ্চর্য্য শোভাময়! ইহাতে অতি স্নিগ্ধ বন্যবৃক্ষ সকল পুষ্পফলে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে! এখানে কণ্টকযুক্ত বা অপুষ্পিত বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ দেখ করিগণ করেণু সহিত মধুর ভ্রমররবপূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলবন বিলোড়িত করিতেছে। শৈলপ্রস্রবন এবং হরিতবর্ণ নবতৃণপূরিত ক্ষেত্র-সমীপে সারসপক্ষী সকল দৃষ্ট হইতেছে। শৈলশৃঙ্গপরিচ্যুত বারি-ধারা সকল তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্ছ্রিত হইয়া নানা প্রস্রবণ হইতে পতিত হইতেছে। কোনস্থানে কাঞ্চনসন্নিভ, কোনস্থানে হিঙ্গুলবর্ণ, কোথাও শারদীয় জলধর তুল্য রজতবর্ণ, কোথাও প্রাতঃ-কালীন সূর্য্যসদৃশ মহাপ্রভাবিশিষ্ট ধাতু সকল শৈলরাজের শোভা সম্পাদন করিতেছে। ইহা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ ধর্ম্মাত্মা রাজার নয়নযুগল হইতে দরদর বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন হে ভীম! আমরা এখানে আসিয়া অমা-নুষগতি লাভ ও পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার মন অর্জ্জুনবিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। শোভাবিশিষ্ট পাদপ-সমূহের পুষ্পচুম্বিত সুস্নিগ্ধ মারুত আমার শরীরে এক্ষণ অগ্নিকণা-বর্ষণ করিতেছে। গন্ধমাদনকাননের শোভা এখন আর ভাল বোধ হয় না। মুনিরা কহিয়া থাকেন, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সসা-গরা ধরাধিপতি অপেক্ষাও ফলমূলাহারী বনবাসী দীনব্যক্তি অধিক সুখী। আমি এইবাক্য সর্ব্বথা বিশ্বাস করি; কিন্তু এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আত্মীয়স্বজনবিরহিত সুখময় স্বর্গও নিরয়স্বরূপ। নরপতি ইহা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক

সহসা মূর্চ্ছিত ও ভূতলশায়ী হইলেন। ভীম রাজার হঠাৎ ভাবান্তর দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে নিকটবর্ত্তী সরোবর হইতে কমলদলকরঙ্কে সুশীতল বারি আনিয়া রাজার মস্তকে দিলেন। নকুল ও সহদেব পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্ফুটিত মাধবীলতাসঙ্কুল সহকারতরুর সপল্লব শাখা ভগ্ন করিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী রাজার চরণসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবম্বিধ শুশ্রূষাদ্বারা রাজার শারীরিক শ্রান্তি ও ধৌম্যের বিবিধ উপদেশপূর্ণ বাক্যে মানসিক গ্লানির কিঞ্চিদপনয়ন হইল। তদনন্তর তাঁহারা রাজাকে আরো বিশিষ্টরূপ সান্ত্বনা করিয়া সকলে মিলিয়া ধীরে২ মহর্ষি আর্ষ্টিষেণাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ অপ্রতিম তেজস্বী আর্ষ্টিষেণের নিকটে উপনীত হইয়া আপনাদিগের নামকীর্ত্তন পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি আর্ষ্টিষেণ দিব্যচক্ষুদ্বারা কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগকে জানিতে পারিয়া উপবেশনার্থ সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে কুরুকুলাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত আসীন হইলে, তাঁহাকে আতিথ্য বিধানে পূজা করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক আলাপ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি তোমার সদালাপে পরিতৃপ্ত হইলাম। যে পর্য্যন্ত তোমাদিগের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ না হয় ততদিন তোমরা এই স্থানেই বাস কর। এই স্থানে থাকিয়াই তোমরা সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবে। এই গিরিশিখর দেব, দানব, সিদ্ধ ও কুবেরের উদ্যানস্বরূপ। অপ্সরোগণপরিবৃত সমৃদ্ধিসম্পন্ন কুবের পর্ব্বতসন্ধিতে এখানে আগমন করিয়া থাকেন। তিনি আগমন করিলে প্রাণিগণ শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সমুদিতভানুর ন্যায় দর্শন করে।

পাণ্ডবগণ আর্ষ্টিষেণের নিকট আত্মহিতকর উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া নিরন্তর সদনুষ্ঠানপরায়ণ হইলেন এবং মুনিজনভোজ্য সুরস ফল ও অবিষাক্ত শল্যনিহত মৃগমাংস ভক্ষণ এবং লোমশকথিত বিবিধ পবিত্র মধুপান করিয়া, হিমালয়পৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা মহর্ষি ধৌম্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণকর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই যে পরম রমণীয় শৈলরাজ মন্দর অবলোকন করিতেছেন, উহা সাগরপর্য্যন্ত বসুন্ধরাকে আবর্ত্তন করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মবিশারদ মনীষী ঋষিগণ এই পর্ব্বতকে সুররাজ মহেন্দ্রের এবং যক্ষরাজ কুবেরের নিকেতন বলিয়া থাকেন। দেবগণ এইদিকে উদিত দিনকরের উপাসনা করেন। তৎপর দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এইদিক্ মৃতব্যক্তির আশ্রয়। ঐ দেখুন প্রেতরাজের পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন অত্যদ্ভুতদর্শন বাসভবন দৃষ্ট হইতেছে! ধর্ম্মরাজ যম এই দক্ষিণদিক্ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। পশ্চিমদিক্ দেখাইয়া কহিলেন ঐ পর্ব্বতের নাম অস্তাচল। ভুবনপ্রকাশক ভগবান অংশুমালী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঐ পর্ব্বতে অন্তর্হিত হন। মহাত্মা বরুণ ঐ পর্ব্বতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সকল প্রাণীকে রক্ষা করিতেছেন। হে মহাভাগ! ব্রহ্মবেত্তাদিগের গতিস্বরূপ পরমমঙ্গলদায়ক মহাভাগ মহামেরু উত্তরদিকে প্রকাশ পাইতেছেন। এখানে জগৎস্রষ্টা সর্ব্বভূতাত্মা প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন এবং দক্ষপ্রভৃতি তদীয় মানসপুত্রেরাও নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছেন। মেরুর পূর্ব্বভাগে নারায়ণের বাসস্থান। তথায় ব্রহ্মর্ষিদিগের গমনে অধিকার নাই; ঐ স্থানে কোন প্রকার জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা নাই, কেবল সেই পরাৎপর ভগবান্ নিয়ত জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যে সকল তপোবলসম্পন্ন যতি অবিচলিতভক্তিসহকারে নারায়ণদর্শনে গমন করেন, তাঁহাদিগকে আর নর-

লোকে প্রত্যাগত হইতে হয় না। উহা ঈশ্বরাধিকৃত সনাতন অক্ষয় স্থান। হে কুরুনন্দন! চন্দ্র ও সূর্য্য অহরহঃ এই মেরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। মহর্ষি এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সমুদায় সুরলোক এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গমনাগমনের পথ প্রদর্শন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যব্রতপরায়ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহর্ষিদিগকর্ত্তৃক নিত্য নূতন প্রসঙ্গ শ্রবণ ও অত্যদ্ভুত ঘটনাবলী দর্শন করত সেই নগেন্দ্রে বাস করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব এবং মহর্ষিগণ পরম প্রীত হইয়া ধৈর্য্যশালী পাণ্ডবগণ সমীপে নিত্য আগমন করিতেন। স্বর্গলাভ করিলে মরুদ্গণের মনে যেরূপ আনন্দের উদয় হয় পাণ্ডবগণ সেই কুসুমিতপাদপসুশোভিত নগোত্তম প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহারা সেই অচলরাজের শিখরদেশে অধিরূঢ় হইয়া, ময়ূরের কেকারব ও হংসসমূহের কলধ্বনি শ্রবণ এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন চিন্তা তাঁহাদের মনে নিরন্তর জাগরূক থাকাতে কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মিল না। দিবস মাসবৎ এবং মাস সংবৎসরবৎ বোধ হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে অর্জ্জুন চিন্তায় অভিভূত আছেন, এমন সময়ে বিদ্যুৎসমপ্রভাবিশিষ্ট মাতলি-পরিচালিত ইন্দ্ররথ ঘনান্তরাবলম্বিনী মহোল্কার ন্যায়, প্রজ্বলিত হুতাশন শিখার ন্যায় গগণমণ্ডল উদ্ভাসিত করত সহসা তথায় উপস্থিত হইল। পুরন্দরপ্রভাব অর্জ্জুনও কিরীট, মাল্য ও নানাবিধ নূতন আভরণে ভূষিত হইয়া রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। যেরূপ চিরাকাঙ্ক্ষী দীনব্যক্তি বাসনাতিরিক্ত দ্রবিণপ্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত হয়,—তৃষিত ব্যক্তি অনতিদূরবর্ত্তী সুশীতলবারিসম্পূর্ণ স্বচ্ছ সরোবর দর্শনে যাদৃশ

আনন্দ লাভ করে, পাণ্ডবগণ এবম্বিধ সুসজ্জায় সজ্জিত পার্থকে অকস্মাৎ নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তদতিরিক্ত পরিতোষ লাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির সাদরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পার্থকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনঃ২ মস্তক চুম্বন করিয়া অজস্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও প্রথমতঃ ধৌম্য ও লোমশের, তদনন্তর যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের চরণ বন্দনা করিলেন; পরে নকুল ও সহদেবের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া, দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎকরত নম্রভাবে যুধিষ্ঠিরের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

তদনন্তর, নমুচিহন্তা ইন্দ্র যাহাতে আরোহণ করিয়া সপ্তদল দৈত্য সংহার করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই রথের সমীপবর্ত্তী হইয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পরম প্রীতিসহকারে মাতলির যথোচিত সৎকার করিয়া বিদায় করিলেন। এদিকে দিনমণি অনতিবিলম্বেই আপনার সুদৃশ্য দেহ অস্তাচলশিরে লুক্কায়িত করিলেন; বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া স্বীয় স্বীয় কুলায়ে চলিল; পাণ্ডবগণ সন্ধ্যা জানিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নানাপ্রসঙ্গে সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে ধনঞ্জয় দৈনন্দিনক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করিলেন; ধর্ম্মনন্দন অর্জ্জুনের মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক হর্ষগদ্‌গদ বচনে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কিরূপে এতকাল সুরলোকে অবস্থিতি করিলে,—কিরূপেইবা ভগবান্ পীনাকপাণি তোমার দর্শনগোচর হইলেন, আমি ঐসমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।

অর্জ্জুন আহ্লাদসহকারে কহিতে লাগিলেন, হে অরিন্দম! আমি আপনার আদেশানুসারে তপস্যার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলাম,

এবং তথাহইতে হিমগিরি আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম মাস ফলমূল ভক্ষণ, দ্বিতীয়ে জলপান, তৃতীয়ে অনশনাবলম্বন করিয়া ও চতুর্থ মাস ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যাপন করিলাম। কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাতেও আমার প্রাণবিনাশ হইল না।

অনন্তর পঞ্চমমাসের প্রথম দিবস গত হইলে, আমি দেখিতে পাইলাম, এক মহাবরাহ মুহুর্মুহু বিবর্ত্তনপূর্ব্বক পৃথিবীকে মুখাগ্রদ্বারা নিহত, চরণসমূহে বিলিখিত এবং জঠরদ্বারা সংমার্জ্জিত করিতে ২ মদীয় সন্নিধানে সমাগত হইল। কিরাতরূপী অপর মহাপুরুষ ধনুর্ব্বাণধারণ ও খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক তাহার অনুসরণক্রমে আগমন করিলেন। আমি শরাসন গ্রহণ করিয়া, সেই ভীষণ বরাহকে শরাঘাত করিলাম। কিরাতরূপী পুরুষও সেই সময়ে বলপূর্ব্বক স্বীয় ধনু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে এরূপ গুরুতর আঘাত করিলেন যে, তাহাতে আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সেই মহাপুরুষ আমাকে কহিলেন, তুমি কি জন্য মৃগয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আমার পূর্ব্বপরিগ্রহ এই বরাহকে শরাঘাত করিলে? যাহাহউক, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি শাণিতশায়ক প্রহারে এখনই তোমার দর্প চূর্ণ করিব। এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শরজালবিস্তার পূর্ব্বক আমাকে পর্ব্বতের ন্যায় নিবিড়রূপে আবৃত করিলেন। আমিও তখন উপস্থিত বিপদে উপায়ান্তর না দেখিয়া, দীপ্তমুখ মন্ত্রপূতশায়ক সমূহে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলাম। দেখিতে দেখিতে তিনি শত সহস্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। আমি তাঁহার সমুদায় শরীরেই আঘাত করিলে, সে সকল পুনরায় একীভূত হইল। তদ্দর্শনে আমি বারুণ, শরবর্ষ, শালভপ্রভৃতি ভয়ানক২ শরসন্ধান করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বিশেষরূপে আক্রমণ করিলাম; কিন্তু তিনি সেই সমুদয় অস্ত্রই গ্রাস করিলেন।

এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধের পর আমি অস্ত্রশূন্য হইলাম। তখন আমার শরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল; কিন্তু কি করি, কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া তূণীরদ্বয়গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলাম। তিনি তাহাও কবলিত করিলেন। এইরূপে সমুদায় অস্ত্র ও আয়ুধ কবলিত হইলে, আমরা পরস্পর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মুষ্টি ও তল প্রহার করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অবসন্নশরীরে ধরাতল আশ্রয় করিলাম।

তখন সেই পুরুষ হাস্যকরত আমার বিস্ময়োৎপাদন করিয়া, কিরাত মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক বিচিত্রাম্বরধারী স্বীয় দিব্যস্বরূপ পরিগ্রহ করত পরক্ষণেই ফণিমণ্ডলমণ্ডিত ভগবতীসহায় সাক্ষাৎমহাদেবরূপে আমার নয়নগোচর হইলেন। আমি তখন পর্যন্তও সমরে অভিমুখ হইয়াছিলাম। তিনি আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই বলিয়া আমার সেই তূণীরদ্বয় ও শরাসন প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, এক অমরতা ব্যতিরেকে আর যাহা তোমার মনোগত আছে ব্যক্ত কর, আমি তৎসমুদয়ই তোমাকে প্রদান করিব।

আমি আমার উপাস্যদেবতা মহাদেবকে সানুকূলভাবে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলাম; এবং আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্ত নানাপ্রকার স্তুতি করিতে লাগিলাম্। তিনি আমাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বরযাচ্ঞার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন আমি একমাত্র অস্ত্রলাভোদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, ভগবন্! আমার একান্ত অভিলাষ, দেবগণের অধিকৃত যাবতীয় অস্ত্র অবগত হই। অতএব যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহাহইলে আমাকে পূর্ব্বোক্ত বর প্রদান করুন্।

ত্র্যম্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহা বলিয়া প্রীতিসহকারে সমস্ত দেবঅস্ত্র আমাকে প্রদান করিলেন। অবশেষ পাশুপত অস্ত্র দিয়া কহিলেন, আমার নিকট যেসকল মহাস্ত্র ছিল তৎসমুদয়ই আমি তোমাকে প্রদান করিলাম; অপর যাহা কিছু বাকি আছে তাহা তুমি ইন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

আমি সিদ্ধমনোরথ হইয়া মহাদেবের প্রসাদে প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে সেই রজনী তথায় সুখে অতিবাহন করিলাম। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শিলাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, মাতলি দিব্যাশ্বসংযোজিত মায়া-ময় পবিত্র ইন্দ্ররথ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। পরে তিনি রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মদীয় সমীপে আগত হইয়া কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক শীঘ্র প্রস্তুত হউন। আমি মাতলিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া ক্ষণবিলম্ব-ব্যতিরেকে হিমগিরি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলাম। হয়-তত্ত্ববিৎ মাতলিও মনোমারুতগামী তুরঙ্গমগণকে কশাঘাত করিলেন। অনন্তর রথ চলিতে আরম্ভ করিলে, তিনি আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়সহকারে কহিলেন, অদ্য আমার যারপরনাই আশ্চর্য্য বোধ হইল। যেহেতু হয়গণের প্রথম উৎপতনসময়ে ইন্দ্রকেও বিচলিত হইতে দেখি। কিন্তু আপনি এই দিব্যরথে আরোহণ করিয়া পদমাত্রও বিচলিত হইতেছেননা। প্রত্যুত, স্থির-ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বোধ হয়, আপনি সকল বিষয়েই ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছেন।

তৎপর দেবরাজসারথি মাতলি আকাশে অবগাহন পূর্ব্বক আমাকে দেবগণের আলয় ও বিমান, সমস্ত প্রদর্শন করিলেন।

রথ উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে সুরর্ষিদিগের কামগামী লোক সমস্ত আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল। আমি দেখিতে পাইলাম, শক্রভবন অমরাবতী আমার সমক্ষে রহিয়াছে। কামফলসম্পন্ন বৃক্ষ ও রত্নরাজী উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। তথায় শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, সূর্য্যের উত্তাপ নাই, জরা নাই, শোক, দৈন্য, দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তির লেশও নাই; এবং রজোজনিত কোন প্রকার পীড়াও নাই। দেবগণ নিরন্তর গ্লানিরহিত, সুর প্রভৃতি কাম ও লোভ বিহীন; অন্যান্য সুরসদ্মবাসী প্রাণিগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। তত্রত্য পাদপগণ নিত্যপুষ্পফলপ্রদ ও হরিদ্বর্ণ পত্রজালে সুশোভিত। পুষ্করিণী সকল বহুবিধ ও পদ্মগন্ধে আমোদিত; ভূমি সর্ব্বরত্নবিভূষিত ও পুষ্পরাজিবিরাজিত; এবং মৃগ বিহঙ্গমগণ সুদৃশ্য ও সুস্বরবিশিষ্ট। তথায় সুগন্ধি সমীরণ জীবনী শক্তির উদ্বোধন করত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে।

এই সমস্ত সন্দর্শন করিতে করিতে আমরা অনতিবিলম্বেই সেই দেবগন্ধর্ব্বপূজিত দিব্য নগরীতে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর ইন্দ্রভবনে উপস্থিত হইয়া দেবরাজসমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি প্রীত হইয়া আমাকে আসনার্দ্ধ প্রদান করিলেন, এবং আহ্লাদসহকারে মর্ত্ত্যলোকের নানাপ্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি যথাযথ বর্ণন করিয়া তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারণ করিলাম। হে ভারত! পরে আমি অস্ত্রশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত স্বর্গে বাস করিতে লাগিলাম। বিশ্বাবসুতনয় চিত্রসেন আমার সহিত প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন। তিনি আমাকে সমস্ত গন্ধর্ব্ববিদ্যা প্রদান করিলেন। আমি অস্ত্রলাভপূর্ব্বক সকলের নিকট সমাদৃত হইয়া পরমসুখে ইন্দ্রভবনে বাস করিতে লাগিলাম। তথায় কখন কখন নানাপ্রকার গীতবাদ্য শ্রবণ, কখন বা অপ্সরোগণের নৃত্য অবলোকন করিতাম। কিছুতেই অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া

দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে অস্ত্রশিক্ষা করাতে ইন্দ্র আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

কালসহকারে আমার অস্ত্রশিক্ষা সম্পন্ন ও আমার প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। একদা ইন্দ্র আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তুমি যুদ্ধে যেরূপ অপ্রতিম, অপ্রমেয় ও অপ্রধৃষ্য হইয়াছ, তাহাতে দুর্ব্বল মনুষ্য দূরে থাকুক, দেবগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণ তোমার গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব প্রতিজ্ঞা কর আমাকে কি দক্ষিণা দিবে? তুমি প্রতিশ্রুত হইলে আমার অভিপ্রেতবিষয় ব্যক্ত করিব।

আমি কহিলাম, হে ভগবন্! যে কার্য্য আমার সাধ্যায়ত্ত তাহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ করিবেন। দেবরাজ আমার এই বাক্যে হাস্যকরত কহিলেন, হে অনঘ! অদ্য ত্রিলোকে কিছুই তোমার অসাধ্য নাই। নিবাতকবচ নামে কতিপয় দানব আমার সহিত শত্রুতা করিয়া সম্প্রতি সাগরদুর্গ আশ্রয় করিয়া আছে। এইক্ষণ তুমি তাহাদিগকে সংহার কর; তাহা হইলেই তোমার গুরুদক্ষিণাদান সিদ্ধ হইবে।

অনন্তর তিনি আমাকে মাতলিসংযুক্ত দিব্যরথ প্রদান ও আমার মস্তকে এই সুশোভিত কিরীট বন্ধন পূর্ব্বক বহুবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দানবপুরে গমনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলাম। আমার দানবপুরে গমনের সংবাদ শুনিয়া দেবঋষি সকল আমার বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আশীর্ব্বাদস্বরূপ আমার মস্তকে পুনঃ পুনঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরা দ্রুতগামী তুরঙ্গমের সাহায্যে সাগরতীরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলাম, উহাতে ফেণমালাপরিপ্লুত তরঙ্গ সকল কখন ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, কখন সংহত এবং কখন বা উত্থিত হইয়া সমুচ্ছ্রিত

গিরির ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতেছে; শঙ্খ সকল সলিলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া স্বল্পমেঘাবৃত তারাস্তবকের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে; কচ্ছপ মকর প্রভৃতি জলজন্তু সকল জলমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং বায়ু এরূপে ঘূর্ণমান হইতেছে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি এইরূপ অসীম সরিৎপতি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে অভিভূত হইলাম। কিন্তু মাতলি স্বীয় নৈপুণ্যবশতঃ মুহর্ত্ত মধ্যে সাগরমধ্যবর্ত্তী দানবপুরে উপস্থিত হইয়া আমার সে ভয় ভঞ্জন করিলেন। আমরা তথায় উপস্থিত হইলে, দানবগণ মেঘগর্জ্জনবৎ গভীর শব্দ করিয়া আমার প্রতি ধাবমান হইল। আমি সম্মুখীন হইয়া তাহাদের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সেই মহাসমরে সমাগত হইলেন এবং বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারার হরণ সময়ে ইন্দ্রকে যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন, জয়াভিলাষে আমাকেও সেইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। হে পরন্তপ! এইরূপ মহাসমরে আর কখনও অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, এমন ভয়ানক যুদ্ধের কথা শ্রবণও করি নাই। যাহাহউক, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক কষ্টে সমরে জয়লাভ করিলাম। পরে দানবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি আমার যথোচিত পুরস্কার করিলেন। আমি আর তথায় অধিক বিলম্ব না করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত ভবদীয় সমীপে সমাগত হইয়াছি।

(মহাভারত)

সীতাহরণে রামের বিলাপ।

রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সন্দিগ্ধচিত্তে ত্বরায় পর্ণশালার দ্বারে উপস্থিত হইয়া, জানকি! প্রাণাধিকে! প্রাণপ্রিয়ে! কিকর? এইরূপ

শব্দ উচ্চারণ করিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই পাইলেন না। পরে যখন কুটীরে প্রবেশ করিয়া সীতাশূন্য কুটীর দেখিতে পাইলেন, তখন একেবারে হতাশ হইয়া প্রবলবাতাহত তরুর ন্যায় ধরায় পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। শোকের আধিক্যবশতঃ কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তখন তিনি কেবল চিত্রার্পিতপ্রায় শূন্যনয়নে লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, রাম চিত্তের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য-সম্পাদন পূর্ব্বক গলদশ্রুলোচনে কহিতে লাগিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি কিজন্য জানকীকে শূন্য গৃহে রাখিয়া আমার অনুসন্ধানে গমন করিলে? এই স্থানে নিশাচরেরা নিয়ত মায়াজাল বিস্তার করিয়া আগন্তুক ব্যক্তিদিগের বিপদ ঘটায়, তাহা কি তুমি আমার ভাগ্য-দোষে ভুলিয়া গেলে? বরং আমি মায়ামৃগানুসরণে গমন করিয়া মূর্খের কার্য্যই করিয়াছিলাম, ইহাতে তোমার চৈতন্যোদয় হইল না কেন? বৎস! তুমি আমাঅপেক্ষাও বুদ্ধিবলে বিচক্ষণ, সময় গুণে কি তোমার সেই বুদ্ধির বিভ্রম ঘটিল! ভাই! তুমি আমার অনুগামী হইবে জানিলে, প্রিয়াকে কখনও গৃহে রাখিয়া যাইতামনা। জানকি! তুমি কোথায় রহিলে! প্রিয়ে! আমি কি তোমাকে হারা হইলাম।

পরমভক্ত লক্ষ্মণ অগ্রজের এইসকল আকুলবচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ শান্তমনা হইয়া স্বীয় উত্তরীয় বল্কলদ্বারা আর্য্যের নয়নজল মোচন করত কহিলেন, প্রভো! এরূপ বিলাপে এইক্ষণ সময় ক্ষয় করা উচিত নহে; আসুন, স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া আর্য্যার অন্বেষণ করি।

রাম লক্ষ্মণের কথায় সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, স্বীয় ভুজ তদীয় গলদেশে সংস্থাপন করিয়া অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে গদ্গদবচনে কহিলেন বৎস! জানকীবিরহে আমার চিত্তের স্থিরতা নাই; বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে, কি করি কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছিনা। যদি অন্বেষণ করিলে প্রিয়াকে পাওয়া যায় তবে কোথায় গমন করিতে হইবে, চল।

এই বলিয়া রাম, লক্ষ্মণের স্কন্ধে ভরদিয়া গাত্রোত্থান করত নিতান্ত করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভাই! বিরহপাবক কি দুঃসহ! ইহা কোন রূপেই নির্ব্বাপিত হইতেছে না। প্রিয়ার কমল নয়ন, মন্দ মধুর হাস্য, কমনীয় অঙ্গ, পরিহিত বৃক্ষবল্কল, এসকল যেন সর্ব্বদা আমার নয়নসমীপে বিচরণ করিতেছে। তাঁহার বিনম্র বচন গুলি যেন এখনও শ্রবণ করিতেছি, এরূপ বোধ হইতেছে। হায় আমার হৃদয়গগণে যে শশধর সতত প্রকাশ পাইত, তাহাকে কিরূপে ভুলিতে পারি? বৎস! কি করিব! কোথায় প্রিয়ার দর্শন পাইব! ভাই! বোধ করি বসুন্ধরা আমাদিগকে রাজ্যবঞ্চিত বন-বাসী দেখিয়া তাঁহার তনয়াকে স্বীয় গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন; কিম্বা পূর্ণসুধাকরভ্রমে চিরপিপাসিত রাহু সেই সুধাংশুমুখীকে গ্রাস করিয়াছে। আবার কিয়ৎক্ষণ অধোদৃষ্টিতে নীরব থাকিয়া কহি-লেন, নানা, এসকল কিছুই নয়, বুঝি আমার প্রণয়পরীক্ষা করি-বার নিমিত্ত সেই গজগামিনী কোন বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া আছে; অথবা ঋষিপত্নীদিগের সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত আলাপ করি-বার মানসে আমার অগোচরে তাঁহাদের আশ্রমে গিয়াছে; অত-এব সত্বর তাহার অনুসন্ধান কর।

রাম এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সত্বরগমনে গোদাবরী তীরে উপস্থিত হইলেন; এবং তৎপ্রদেশের

নানা বন, উপবন, বৃক্ষবাটিকা ও মহর্ষিদিগের তপোবন সকল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোনস্থানেই জানকীর দর্শন পাইলেন না। চিত্তের ব্যগ্রতাহেতু একস্থানে শত বার অনুসন্ধান করিলেন, তথাপি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

এইরূপ অনুসন্ধানের পরেও জানকীর সন্দর্শন না পাওয়াতে রাম নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং পথিমধ্যে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই উন্মত্তের ন্যায় সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অদূরে এক কুসুমিত শাল্মলি বৃক্ষ দেখিয়া বলিলেন, হে পাদপশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার সহস্র চক্ষে এই কাননের সকল স্থান নিরীক্ষণ করিতেছ; অতএব আমি তোমাকে বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার প্রিয়া কোথায় আছে বলিতে পার? শাল্মলি করসঞ্চালনদ্বারা দেখি নাই বলিয়া প্রত্যুত্তর জানাইল। রাম এই নিদারুণ বাক্যে দুঃখিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপর সম্মুখে এক কর-ভকে জল পান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন করিসুত! যদি জানকীকে দেখিয়া থাক, তবে অনুসন্ধান বলিয়া আমার বিরহযাতনা দূর কর; কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে মনে২ কহিতে লাগিলেন, দূরতাপ্রযুক্ত বোধ করি শুনিতে পায় নাই, যাহা হউক নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করি। ইহা ভাবিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। করভ রামকে আগত-মুখ দেখিয়া নিবিড়বন-মধ্যে প্রবেশ করিল।

তদনন্তর রাম এক বনশ্রেণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন উহার দক্ষিণদিকে নূপুরধ্বনিবৎ সুমধুরধ্বনি হইতেছে। ইহাতে মনে২ বিবেচনা করিলেন, বুঝি জানকী এই বনশ্রেণীর দক্ষিণাংশে লুকাইতেছে; তাই তদীয় চরণনূপুর আমার প্রতি

সদয় হইয়া মধুর শব্দে আমাকে ডাকিতেছে। এই ভাবিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রিয়তমার পরিবর্ত্তে সরোবর-ধাবিত মরাল-যুথ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিষাদ-গ্রস্ত হইলেন। পরে মনঃক্ষোভিত হইয়া কহিলেন সকল স্থানেই আমি নিরাশ্বাস হইতেছি; যাহা হউক, এই জলচর পক্ষিগণকেই প্রিয়ার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করি, এই ভাবিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, জলবিহঙ্গমগণ! যদি দেখিয়া থাক বল, কোন্‌দিকে আমার প্রাণাধিকা গমন করিয়াছে? কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, কৈ কিছুই যে বলিতেছ না। তোমরা আমার সেই হৃদয়-বল্লভাকে দেখিয়াছ, সন্দেহ নাই। যদি তোমরা তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে তাহা হইলে এরূপ গতি কোথায় শিক্ষা করিলে? এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক বলিলেন হংসরাজ! প্রিয়াকে প্রদান কর, আর গুপ্ত করিয়া রাখিওনা। আবার মনে২ বলিলেন ইহারা প্রিয়াকে চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে বলিয়া লজ্জিত হইয়াছে। যাহা হউক, যদি প্রণয়প্রকাশপূর্ব্বক প্রিয়তমাকে পুনঃ প্রদান করে, তবে আর ইহাদিগের প্রতি কোন প্রকার অশিষ্ট ব্যবহার করিবনা এই ভাবিয়া কহিলেন, হংসরাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, চৌর্য্য দ্রব্যের একাংশ প্রকাশ হইলে সর্ব্বশুদ্ধ প্রত্যর্পণ করিতে হয়। অতএব প্রিয়তমাকে প্রত্যর্পণ করিতে কেন বিলম্ব করিতেছ? ইহা বলিবামাত্র হংসগণ তথাহইতে উড্ডীয়মান হইয়া অন্যত্র গমন করিল।

লক্ষ্মণ অগ্রজের এইরূপ শোকবিহ্বলতা দৃষ্টে অধিকতর কাতর হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনিবার অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী সমাগতা হইল; বিহঙ্গমগণ যেন রামচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই কুজনে রোদন করিতে লাগিল। তরুগণ মন্দমলয় মারুতসাহায্যে করবৃন্ত সঞ্চা-

লনদ্বারা রামের সন্তাপিত দেহ সুশীতল করিতে চেষ্টা করিল। সুধাকর সুধাময়কিরণবিস্তারপূর্ব্বক জগন্মণ্ডল সুধাভিষিক্ত করিলেন; কিন্তু রামের তাপিতহৃদয় কিছুতেই শীতল হইল না। বরং সীতাবিরহে ঐ সময়ে তাঁহার মনের আগুন আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

(সীতাহরণ)
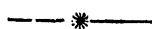
টেলিমেকসের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও মেণ্টরের উপদেশ।

টেলিমেকস কহিলেন, মিসর দেশের অধীশ্বর সিসষ্ট্রিস স্বীয় বাহুবলে অশেষদেশ জয় করিয়া ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিনীসিয়ার অন্তর্গত টায়রনগর সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং বিপক্ষে সহসা তদ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতনা, বিশেষতঃ বহু বিস্তৃত বাণিজ্যদ্বারা তাহারা অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। সহসা কেহ তাহাদিগকে অক্রমণ করিতে পারিবেক না এই সাহসে ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না এবং সিসষ্ট্রিসকেও অগ্রাহ্য করিত। এই হেতু তিনি বহুকালাবধি তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়াছিলেন, অবশেষ সময় বুঝিয়া স্বয়ং বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে ফিনীসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ দমন করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরূপিত করদানে সম্মত করিয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিলে তাহারা পুনরায় নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইল। তদীয় প্রত্যাগমনোপলক্ষে রাজধানীতে যে মহোৎসব হইতেছিল, ঐ মহোৎসব সময়ে তাঁহার ভ্রাতা তদীয় প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বয়ং

রাজ্যেশ্বর হইবার চেষ্টায় ছিলেন। টায়রীয়েরা কেবল করদানে অসম্মত হইয়া ক্ষান্ত ছিল এমন নহে, এই ব্যাপারে তাঁহার ভ্রাতার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছিল। সিসষ্ট্রিস এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইব, তাহাহইলেই তাহারা খর্ব্ব হইয়া আসিবেক। অনন্তর বহুসংখ্যক সংগ্রামপোত রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া এই আদেশ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে ফিনীসিয়াদেশীয় পোত দেখিলেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা জলে মগ্ন করিয়া দিবে।

সিসিলি দ্বীপ দৃষ্টিপথের অতীত হইবামাত্র আমরা দেখিতে পাইলাম, সিসষ্ট্রিসের প্রেরিত পোত সকল প্লবমান নগরীর ন্যায় আমাদিগের নিকটে আসিতেছে। আমরা ফিনীসিয়াদেশীয় পোতে অধিরূঢ় ছিলাম। আমাদিগের নাবিকেরা সিসষ্ট্রিসের আদেশের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিল। এক্ষণে তদীয় পোতসমূহ সন্নিহিত হইতে দেখিয়া ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল এবং উপস্থিত ঘোর বিপদের আর প্রতীকারের সময় নাই ভাবিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিপক্ষেরা অনুকূল বায়ু পাইয়াছিল এবং আমাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের ক্ষেপণী অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা অবিলম্বেই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নির্ব্বিবাদে আমাদের পোতের উপর উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করিল এবং বন্ধন করিয়া মিসর দেশে লইয়া চলিল। আমি তাহাদিগকে বারংবার বলিলাম যে আমি ও মেণ্টর ফিনীসীয় নহি; কিন্তু তাহারা আমার এই বাক্যে বিশ্বাস বা মনোযোগ করিলনা। তাহারা জানিত যে, ফিনীসীয়েরা দাসব্যবসায় করে, সুতরাং মনে করিল তাহারা আমাদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন রাজভৃত্যেরা কি প্রকারে আমাদিগকে অধিক

মূল্যে বিক্রয় করিবেক কেবল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম, নীলনদের ধবলপ্রবাহ অর্ণব-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে ! মিসরদেশের উপকূল দূরহইতে জলদ-মণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর আমরা ফারস দ্বীপে উপনীত হইলাম এবং তথাহইতে নীলনদ দ্বারা মেম্ফিস-পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বন্দিভাবনিবন্ধন শোকাভিভবে যদি আমরা সুখাস্বাদনে একেবারেই অক্ষম না হইয়া যাইতাম, তাহাহইলে মিসর দেশের শোভা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইতাম সন্দেহ নাই। ঐ দেশ অসংখ্য জলনালী প্রবাহিত অতি প্রকাণ্ড উদ্যানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐ দেশে বসুমতী এত অপরিমিত শস্য প্রসব করেন যে কৃষাণগণ আশার অধিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত এমন প্রফুল্লমনে কালযাপন করে যে, সকল গৃহে সর্ব্বসময়ে মহোৎসব বোধ হয়। ফলতঃ তদ্দেশবাসীদিগকে সাংসারিক কোন বিষয়ের অসঙ্গতিনিবন্ধন কখন কোন ক্লেশ পাইতে হয়না। রাখালদিগের আনন্দসূচক গ্রাম্যনিনাদে চতুর্দ্দিক অন-বরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া মেণ্টর চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই রাজ্যের প্রজাগণ কি সুখী ! তাহারা নিয়ত ধন ধান্যপ্রভৃতি সাংসারিক সুখোপ-করণে সম্পন্ন হইয়া কেমন স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে। এই সমস্ত সুখের নিদানভূত যে নরপতি, তিনি নিঃসন্দেহ তাহাদি-গের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণয় ভাজন হইয়া হৃদয়ে বিরাজমান রহি-য়াছেন। অতএব টেলিমেকস ! যদি দেবতারা তোমাকে তোমার পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন, রাজধর্ম্মানুসারী হইয়া তোমার এইরূপে প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে তৎপর হওয়া উচিত। তুমি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে

প্রতিপালন করিবে, তাহাহইলেই তোমার যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইবেক। তখন তোমার প্রতি তাহাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণয় দেখিয়া তুমি পিতার পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে। এই সিদ্ধান্ত যেন নিরন্তর তোমার অন্তরে জাগরূক থাকে যে, রাজা ও প্রজা উভয়ের সুখ অভিন্ন; প্রজাদিগকে সুখে রাখিলেই রাজার সুখ। তাহারা সুখসমৃদ্ধিসময়ে তোমাকে পরম উপকারক বলিয়া স্মরণ করিবেক এবং অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য উপকৃতিশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেক। যে রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল প্রজাদিগের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান হয় এবং অত্যাচারদ্বারা তাহাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়, তাহারা মানবজাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহস্বরূপ। প্রজাগণ তাদৃশ প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগকে ভয় করে যথার্থ বটে; কিন্তু যেমন ভয় করে তদ্রূপ ঘৃণা ও দ্বেষও করিয়া থাকে। সুতরাং প্রজাগণকে তাদৃশ ভূপতিদিগের নিকট যত ভীত থাকিতে হয়, ভূপতিদিগকে প্রজাগণের নিকট বরং তদপেক্ষা অধিক ভীতই থাকিতে হয়!

আমি উত্তর করিলাম, হায়! এক্ষণে রাজনীতি পর্য্যালোচনার প্রয়োজন কি? আমাদিগের ইথিকানগরী প্রতিগমনের আর আশা নাই। জন্মাবচ্ছিন্নে আর জননী ও জন্মভূমি দেখিতে পাইবনা। আর ইহাও একবারেই অসম্ভাবিত নয় যে, পিতা পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, কিন্তু যদিই দৈবানুগ্রহবলে প্রত্যাগমন করেন, আর তিনি কখনই নন্দনালিঙ্গনরূপ অনুপম আনন্দরসের আস্বাদনে অধিকারী হইবেন না, এবং আমিও রাজ্যশাসনযোগ্য কালপর্য্যন্ত পিতার আদেশানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিবনা। দেবতারা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পাশূন্য হইয়াছেন; অতএব হে প্রিয়বান্ধব! মৃত্যুই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

এক্ষণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতিরিক্ত আর সকল চিন্তাই বৃথা। আমি শোকে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম এবং বৃত্তান্তবর্ণনকালে মুহুর্মুহুঃ এমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম যে, আমার বাক্য প্রায় বুঝিতে পারা যায়না। কিন্তু মেণ্টর উপস্থিত বিপদে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইয়াছেন এরূপ বোধ হইল না তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি মহাবীর ইউলিসিসের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহ। তুমি কি প্রতীকারচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া বিপদে অভিভুত হইবে? তুমি নিশ্চিত জানিবে, যে দিনে জননী ও জন্মভুমি পুনর্ব্বার তোমার নয়নগোচর হইবে, সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে যে, যিনি অসাধারণ শৌর্য্যদ্বারা জগন্মণ্ডলে দুর্জ্জয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; যিনি, কি দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, সকল সময়েই অবিকৃতচিত্ত; তুমি এক্ষণে যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছ তদপেক্ষা ভীষণতর বিপদেও যিনি অক্ষুব্ধচিত্ত থাকেন ও তাদৃশ সময়েও যাঁহার ঈদৃশী প্রশান্তচিত্ততা থাকে যে, তদ্দর্শনে তুমি বিপৎকালে সাহসাবলম্বনের উপদেশ পাইতে পার, এবং যাঁহাকে এই সমস্ত অলৌকিক গুণসম্পন্ন বলিয়া তুমি কখন জানিতে পার নাই, সেই মহানুভব মহাবীর ইউলিসিস যশঃশশধরে জগন্মণ্ডল দেদীপ্যমান করিয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। এক্ষণে তিনি প্রতিকুলবায়ুবশে যে দূরদেশে নীত হইয়া আছেন, যদি তথায় তিনি শুনিতে পান তাঁহার পুত্র পৈতৃক ধৈর্য্য ও পৈতৃক বীর্য্যের উত্তরাধিকারী হইতে যত্নবান্ নহেন, তাহা হইলে তিনি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া যে অশেষক্লেশভোগ করিয়াছেন, তদপেক্ষা এই সংবাদ তাঁহার পক্ষে নিঃসন্দেহ সমধিক ক্লেশাবহ হইবেক।

তদনন্তর মেণ্টর কহিলেন, টেলিমেকস! দেখ মিসর দেশের কি অনুপম শোভা! দর্শনমাত্র বোধহয়, কমলা সর্ব্বকাল বিরাজ-

মানা আছেন। ঐ দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র নগর; ঐসকল নগরে কি সুন্দর শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে; ধনবান্ দরিদ্রের উপর ও বলবান্ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারেনা। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম। তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। পিতা মাতারা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপটব্যবহার ও দেবভক্তি এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গকর নিয়মাবলী অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী; কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজার দয়া দাক্ষিণ্যগুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয়, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবলতা নিবন্ধন যাঁহার হৃদয়কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে উচ্ছলিত থাকে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখী; তাঁহাকে দুরাচার নরপতিদিগের ন্যায় ভয় দেখাইয়া প্রজাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয়না। প্রজারা নিজেই তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে এবং তদীয় আজ্ঞাপ্রতিপালন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করে।

(টেলিমেকস)

আলেখ্যদর্শন।

সীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি

প্রাচীন গুরুগণ, বেদ রক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন। গুরু-পরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র লাভ করেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি সবিশেষ কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক, তাড়কা নিধনকালে আমারে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি উহারা আমারই অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে তাহাদিগকে আশ্রয় করিবেক।

লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! এদিকে মিথিলাবৃত্তান্ত অবলোকন করুন্। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তাইত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে। আবার, এদিকে বিবাহকালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ! চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি! শুনিয়া, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে রাম কহিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ, যখন মহির্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্র পটের স্থলান্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যামাণ্ডবী, এই বধূশ্রুত কীর্ত্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এদিকে এ

কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোন উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসন ভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন, আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; আবার এদিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্ম প্রশংসাবাদ শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন এজন্য কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় সত্ত্বে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নাথ! এমন না হইলে সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবে কেন?

তৎপরেই অযোধ্যা প্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদবচনে কহিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, সতত তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতইবা মমতা প্রদর্শন করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের ও উৎসবের দিনই গিয়াছে! লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নাম শ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া, কোন উত্তর নাদিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টি সঞ্চারন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপস তরুতলে পরমবন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নাথ! এদিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ বৃত্তান্ত দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ

করিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধ-বয়সে পুত্রহস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন, কিন্তু আর্য্যকে বাল্যকালেই সেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর, তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকুট যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, যাহার কথা কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা কহিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? রাম কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া, নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম সুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড়নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম, লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী

ফলমূলাদি আহরণ করিতেন; গোদাবরী তীরে মৃদুমন্দগমনে ভ্রমণ করিয়া প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে নির্ম্মলসলিলকণবাহী শীতল সমীরণ সেবা করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া, ম্লানবদনে কহিলেন, হা নাথ! এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই চিত্র দর্শনে জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতেছে। দুরাচার নিশাচরেরা হিরণ্ময়মৃগচ্ছলে যে অতি বিষম অনর্থ সংঘটন করিয়াছিল, যদিও সমুচিত বৈরনির্য্যাতন দ্বারা তাহার সম্পূর্ণরূপ প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে, মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। সেই ঘটনার পর, আর্য্য মানব-সমাগমশূন্য জনস্থানভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা অবলোকন করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্যে আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনি এত অভিভূত হইলেন কেন? রাম কহিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্য্যাতন সঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে, আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারি-

তাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থা স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছ, তবে এখন অনভিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন, এবং বিষয়াস্তরসংঘটনদ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তর সম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এদিকে দণ্ডকারণ্য ভূভাগ অবলোকন করুন; এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এদিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা; এই এদিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দ শ্রবণে সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, প্রফুল্লকমলসকল মন্দমারুতভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া, গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস সারস প্রভৃতি বহুবিধ বিহঙ্গমগণ মনের আনন্দে নির্ম্মলসলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগলহইতে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভা সম্যক্ অবলোকন করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল একবার অস্পষ্ট অবলোকন করি।

সীতা চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টিসংযোগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুশাখায় মদমত্ত ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্য-

পুত্র তরুতলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে উহাঁকে ধরিয়া রাখিয়াছ উহার নাম কি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয়স্থান; দেখুন, নবজলধরসংযোগে শিখরদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এইস্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। রাম শুনিয়া পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও, আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিওনা; শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য্যবেগে উথলিয়া উঠিতেছে, জানকীবিরহ পুনরায় নবীনভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, আর্য্যা জানকীর ক্লান্তি বোধ হইয়াছে; এক্ষণে উহাঁর বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

এই বলিয়া বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, নাথ! চিত্র দর্শন করিতে করিতে আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা কহিলেন আমার নিতান্ত অভিলাষ, পুনরায় মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া তপোবনে বিহার ও নির্ম্মল ভাগীরথী সলিলে অবগাহন করিব। সীতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! এইমাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে হইবেক; অতএব গমনোপযোগী যাবতীয় আয়োজন কর; কল্য প্রভাতেই ইহাঁরে অভিলষিত প্রদেশে প্রেরণ করিব। সীতা সাতিশয় হর্ষিত

হইয়া কহিলেন, নাথ! আপনিও সঙ্গে যাবেন। রাম কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবেক। আমি কি তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া, এক মুহূর্ত্তও সুস্থহৃদয়ে থাকিতে পারিব? তৎপরে সীতা স্মিতমুখে লক্ষ্মণেরদিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া গমনোপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

(সীতার বনবাস)

গৃহস্থাশ্রমে সুখের অন্বেষণ।

নিকারা কহিলেন, দারিদ্র্যদশা থাকুক বা না থাকুক, সকল পরিবারের মধ্যেই সর্ব্বদা অনৈক্য ঘটিয়া থাকে। ইমলাক, বহু-পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্বকে রাজত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সুতরাং ইহাও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে অল্প পরিবারের উপর কর্ত্তৃত্বও এক প্রকার ক্ষুদ্ররাজত্ব। এই রাজত্বেও সর্ব্বদা দলাদলি, বিরোধ, বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং কখন কখন ভয়ানক অনর্থও ঘটিয়া উঠে। যেব্যক্তি সংসারাশ্রমের কিছুই জানে না, সে মনে করে যে, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ চিরস্থায়ী এবং পিতা মাতা সকল সন্তানকেই সমান ভালবাসিয়া থাকেন। কিন্তু সন্তান-দিগের শৈশবাবস্থা অতীত হইলেই পিতা মাতার স্নেহেরও বৈপ-রীত্য ঘটিয়া উঠে। সন্তানেরাও আবার কিছুদিনের মধ্যেই পিতা মাতার বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তিরস্কারদ্বারা কলঙ্কিত না হইয়া উপকার বিতীর্ণ হয় না এবং ঈর্ষ্যাদ্বারা দূষিত না হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয় না।

পিতা মাতা ও সন্তানগণ একমতাবলম্বী হইয়া প্রায় কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। পিতা মাতার অধিকতর স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র হইবার নিমিত্ত সকল সন্তানেই চেষ্টাপায়, তাহাতে তাহাদিগের লাভেরও প্রত্যাশা আছে। কিন্তু স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশের তারতম্যে কিছুমাত্র লাভ প্রত্যাশা না থাকিলেও পিতা মাতা কোন সন্তানকে অধিক ভালবাসেন, কাহাকেওবা তেমন ভালবাসেন না। এইরূপে কেহ পিতার বিশ্বাসপাত্র, কেহবা মাতার স্নেহপাত্র; কেহবা উভয়েরই অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। সুতরাং পরস্পর ঈর্ষা জন্মে এবং প্রতারণা ও কলহে বাটী পরিপূর্ণ হয়। পিতা মাতা ও সন্তানগণ নির্দ্দোষস্বভাব হইলেও ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করিলেও বার্দ্ধক্য ও যৌবনভেদে পরস্পরের মতভেদ হইবার সম্পুর্ণ সম্ভাবনা। যৌবনজাত বিকসিত আশার সহিত বার্দ্ধক্যসুলভ নীরস নৈরাশ্যের কখন মিলন হয় না। যৌবনকালের আমোদ প্রমোদও বৃদ্ধের বিজ্ঞতা সহ্য করিতে পারে না। বসন্তকালের বস্তুজাতের সহিত শীতকালীন বস্তুজাতের তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের আকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যৌবনও বার্দ্ধক্যেরও তত ইতরবিশেষ অনুভূত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধেরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির প্রত্যাশা করেন, যুবা পুরুষেরা বল, বীর্য্য, উৎসাহ, ধীশক্তি ও ব্যগ্রতাসহকারে একবারে কার্য্য সকল সফল করিবার চেষ্টাপান। বৃদ্ধেরা সাবধানতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন, যুবা পুরুষেরা সহসা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন। যুবা পুরুষেরা প্রায় অপকার করিবার ইচ্ছা হয়না এবং অন্যে তাঁহার অপকার করিবে এরূপ সন্দেহও করেন না, সুতরাং বিশ্বাসপূর্ব্বক সকলের সহিত সরলব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার পিতা লোকের সহিত সরলব্যবহার করিয়া কতবার প্রতারিত হইয়াছেন, কতবার চাতুরীজালে পতিত হইয়াছেন,

সুতরাং সকলকেই সন্দেহ করেন, আপনিও সুযোগ পাইলে প্রতারণাজালবিস্তার করিয়া বসেন। বৃদ্ধ ক্রোধ দৃষ্টিতে যৌবনসুলভ অবিবেকের প্রতি নেত্রপাত করেন, যুবা বার্দ্ধক্যসুলভ সন্দেহকে সাতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন। সুতরাং পিতা পুত্রের পরস্পর মনের ঐক্য নাহওয়াতে ক্রমে ক্রমে স্নেহভক্তিরও হ্রাস হইয়া আইসে। জগদীশ্বর যাহাদিগকে স্নেহগ্রন্থিদ্বারা এত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহারাই যদি পরস্পরের যাতনাস্বরূপ হইল, তাহাহইলে আমরা কোথায় বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র সুখ-স্বচ্ছন্দের সন্ধান পাইব।

রাজকুমার কহিলেন, যেরূপ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করা উচিত, বোধ হয় তাদৃশ লোক তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সকল সম্বন্ধের সারভুত স্নেহময় সম্পর্ক যে, নৈসর্গিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ইহা বিশ্বাস করিতে আমার অভিলাষ হয় না।

নিকায়া কহিলেন, গৃহবিচ্ছেদ যে, নিতান্ত নৈসর্গিক তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহাহইতে পরিত্রাণ পাওয়াও সহজ কর্ম্ম নহে। সমুদায় পরিবার প্রায় সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়না; পরিবারের মধ্যে কেহবা ভাল কেহবা মন্দ হয়। ভালমন্দে সুন্দর রূপ মিল হয়না; মন্দে মন্দে কখনই মিল হয়না। কখন কখন গুণবান্‌দিগেরও পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যেহেতু গুণ নানাপ্রকার, কেহবা এক গুণের সাতিশয় পক্ষপাতী হইয়া অন্য গুণের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ করে, কেহবা অন্যবিদ্বিষ্ট গুণের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তখন তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? যাহাহউক, যেসকল পিতামাতা সম্মান ও সমাদরের উপযুক্ত তাঁহাদিগের পুরস্কারও হইয়া থাকে। যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া ন্যায়ানুগত পথে চলিতে পারেন তাঁহাকে কেহ কখন ঘৃণা বা অনাদর করেনা।

এতদ্ভিন্ন সংসারাশ্রমে আরও অনেক প্রকার দুঃখ ও কষ্ট আছে। কতকগুলি লোক কেবল ভৃত্যের অধীন। ভৃত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সকলকার্য্যের ভার দেন, ভৃত্য যাহা করে তাহাই হয়। কতকগুলি লোককে ধনবান জ্ঞাতিকুটুম্বের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। তাঁহারা সেই সেই জ্ঞাতিকুটুম্বকে সন্তুষ্ট করিতেও পারেনা, কষ্ট ও বিরক্ত করিতেও তাঁহাদিগের সাহস হয়না। এমন অনেক স্বামী আছেন তাঁহারা কেবল হুকুম খাটাইতে চাহেন, এমন অনেক পত্নী আছেন তাঁহারা স্বামীর একটী কথাও গ্রাহ্য করেন না। এই ভূমণ্ডলে অনায়াসেই লোকের মন্দ করা যায়, কিন্তু ভাল করা সহজ কর্ম্ম নয়। এক-জনের সদ্বুদ্ধিতে ও সদ্‌গুণে অনেকে সুখী হইতে পারেনা, কিন্তু একজনের মূর্খতা দোষে ও পাপে অনেকেই অসুখী ও বিষম দুরবস্থাপন্ন হইয়া উঠে।

রাজকুমার কহিলেন, যদি বিবাহরূপবৃক্ষে এইরূপ অসুখ ফল ফলে, তাহাহইলে একজনের মতের সহিত আপন মতের ঐক্য করা ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিব এবং সঙ্গিনীর দোষে আপনি অসুখী হইব না।

নিকায়া উত্তর করিলেন, আমি অনেককে এই কারণবশতঃ একাকী থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থা ও বিবে-চনাকেও উৎকৃষ্ট বলাযায় না। প্রণয় ও স্নেহ প্রকাশ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের জীবনক্ষয় হয়। তাঁহারা প্রায় বাল্যোচিত আমোদে ও অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া কথঞ্চিৎ দিনপাত করেন অন্যের প্রতি দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা করিয়া থাকেন এবং অন্যের দোষোদ্‌ঘোষণ করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা যখন গৃহে থাকেন গৃহ কর্ম্ম ও সংসার ধর্ম্ম ভাল লাগেনা, বাহিরে অন্যের অনিষ্ট করিয়া বেড়ান। তাঁহারা জনসমাজের কিছুই ধার ধারেন না, সুতরাং

নিয়মের বিপরীত কর্ম্মও করিয়া থাকেন এবং লোকের সুখের ব্যাঘাত করিবারও চেষ্টা পান। যে অবস্থায় অন্যের সুখ দুঃখে আপনার সুখ দুঃখ বোধ হয়না, আপনার সুখ দুঃখেও অন্যে সুখী বা দুঃখী হয়না, আপনি পরম সৌভাগ্যশালী হইলেও সেই সৌভাগ্যে আর কেহ গর্ব্বিত হয়না, আপনি দুঃসহক্লেশে পতিত হইলেও কেহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেনা, এমন অবস্থায় থাকা, জনশূন্য অরণ্যে থাকা অপেক্ষাও ভয়ানক ও ক্লেশকর। তখন প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত থাকিয়াও মনুষ্যজাতির দূরবর্ত্তী বলিয়া আপনাকে বোধ হয়। পরিণয় প্রথার অনুবর্ত্তী হইলে অনেক দুঃখ, কিন্তু একাকী থাকিলে কোন সুখ নাই।

রাসেলাস কহিলেন, তবে কি করা কর্ত্তব্য? যত অনুসন্ধান করিতেছি, ততই নূতন নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, কিছুই স্থির হইতেছেনা। তোমার কথা শুনিয়া ভাবী আশা ভরসা সকল অন্ধকারাবৃত বোধ হইতেছে। ইমলাকের উপদেশ সকল অস্পষ্ট চিহ্ন স্বরূপ ছিল, তুমি তাহাতে নানা বর্ণ দিয়া সুস্পষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিলে। আমার বোধ হয়, যাহাকে অন্যের মত লইয়া কর্ম্ম করিতে না হয় সে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে।

দেখ প্রধানপদ সুখের আস্পদ নহে। সুখ প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের অধীন ইহা কদাপি বিশ্বাস হয়না। সুখ ধন দ্বারাও ক্রয় করা যায়না, জয় দ্বারাও অপহরণ করিয়া আনা যায় না যাঁহার প্রভুত্ব আছে তাঁহার হস্তে অনেক কর্ম্ম, এবং তাঁহাকে অনেক লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। অনেক লোকের সহিত যাঁহার ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহার অনেক বিপক্ষ হইয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাকে কখন কখন বিপক্ষদিগের শত্রুতাচরণে পতিত হইতে হয়, কখন বা কার্য্যগতিকে তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা সকল বিফল হইয়া যায়। যাঁহার হস্তে অনেক কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে

অন্যের সাহায্যগ্রহণ করা আবশ্যক। সেই সকল সহকারীর মধ্যে কেহবা অনভিজ্ঞ, কেহবা অসচ্চরিত্র হইবারও সম্ভাবনা, কেহবা তাঁহাকে অপথে লইয়া যায়, কেহবা প্রতারণা করে। তিনি এক ব্যক্তিকে বিরক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। যাহারা তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র না হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে অপকৃত ও অনাদৃত জ্ঞান করে। অল্পলোক বই অধিক লোকের অনুগ্রহ পাত্র হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অধিক লোক তাঁহার উপর সর্ব্বদা রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট থাকে।

রাজকুমারী কহিলেন, এরূপ রোষ ও অসন্তোষ অকারণ, আমি এইরূপ অন্যায় অসন্তোষ অবলম্বন করিয়া কখন চিত্তকে ব্যাকুলিত করিবনা, তুমিও উহা নিবারণ করিয়া রাখিতে পার।

রাসেলাস উত্তর করিলেন, যেখানে রাজা সাবধান ও অপক্ষপাতী হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন, সেখানেও বিনা কারণে সর্ব্বদা লোকের মনে অসন্তোষের উদয় হয় না। রাজা যত সতর্ক ও বুদ্ধিজীবী হউন না কেন, দারিদ্র্যদশায় অথবা লোকবিদ্বেষে যে গুণ আচ্ছাদিত হইয়া আছে, তাহা তিনি কখনই উদ্ভাবন করিতে পারেন না। রাজা যত প্রভুত্বশালী ও যত ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, যত গুণ উদ্ভাবিত হয় সর্ব্বদা সেই সমুদায় গুণের যথোচিত পুরস্কার করিতেও সমর্থ হন না। বিশেষতঃ যখন কোন ব্যক্তি আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট পুরুষকে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইতে দেখে, তখন সহজেই এই মনে করে যে, উহা পক্ষপাতের অথবা নিরঙ্কুশ ইচ্ছামাত্রের কার্য্য। আর যথার্থরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য যত বড় মহাত্মা হউন না কেন, চিরকাল যে, পক্ষপাতশূন্য বিচারের বিধেয় হইয়া চলিবেন ইহা কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। কখন তাঁহাকে স্নেহ ও প্রণয়ের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়, কখন বা আপন প্রিয়পাত্রের অনুরোধ

পরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে হয়। যাহারা কখনই কাজে লাগিবে না তাহারাও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। তিনিও যাহাদিকে ভালবাসেন তাহাদিগের বাস্তবিক যে সকল গুণ নাই তাহাও আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় এবং যাহাদিগের নিকট সন্তোষ প্রাপ্ত হন, সময় পাইলে তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপে অনুগ্রহ কখন কখন অপাত্রে বিন্যস্ত হয়।

যাঁহাকে অধিক কর্ম্ম করিতে হয় তিনি কখন কখন অন্যায় কর্ম্মও করিয়া থাকেন; সর্ব্বদা ন্যায়পথে চলা ও ন্যায়ানুগত কর্ম্ম করা কখন ঘটিয়া উঠে না। এই সকল কারণবশতঃ স্থির হইতেছে যে, প্রধানপদ সুখের আস্পদ নহে।

যিনি আপন ক্ষমতানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আপনার প্রভুত্ব যত দূর বিস্তৃত আপন চক্ষেই তাহা দেখিতে পান, যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া আপনিই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কোন কর্ম্মের ভারার্পণের সময় তাহাকেই মনোনীত করেন, আশা ও ভয়ের বশীভূত হইয়া কোন ব্যক্তিরই যাঁহাকে প্রতারণা করিবার আবশ্যকতা হয় না, তাঁহার সুখের ব্যাঘাত করিতে কে সমর্থ হয়? তিনি লোকের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, লোকেরাও তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকে, তাঁহাকেই সদ্গুণশালী ও যথার্থ সুখী বলা যায়।

নিকায়া কহিলেন, সদ্গুণশালী হইলেই যে সুখী হয়, এই পৃথিবীতে ইহা স্থির করিবার সুযোগ নাই। কিন্তু ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যে পরিমাণে কোন লোকের ভদ্রতা ও সদ্গুণ দেখা যায়, সে পরিমাণে তাঁহার সুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক উপদ্রব ও দণ্ডনীতির বিশৃঙ্খলতানিবন্ধন উপদ্রবের হস্ত হইতে, কি ভদ্র কি অভদ্র কেহই পরিত্রাণ পায় না। দুর্ভিক্ষ জন্য দুঃখ সকলকেই সহ্য করিতে হয়। রাজ্যমধ্যে দলাদলি

ও বিরোধ উপস্থিত হইলে, সকলকেই দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইতে হয়। প্রবল ঝড় উপস্থিত হইলে, সাধুরাও জলে নিমগ্ন হন, অসদ্ব্যক্তির নৌকাও জলে ডুবিয়া যায়। শত্রুপক্ষ রাজ্য আক্রমণ করিলে কি সাধু, কি অসাধু সকলকেই দেশ ত্যাগ করিতে হয়। তবে সাধুদিগের এই এক লাভ যে, সৎপথে আছি বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিপদের সময়েও বিচলিত হয় না। আর তাঁহাদিগের মনোমধ্যে এই এক আশা থাকে যে, এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যেসময়ে সাংসারিক কোন ক্লেশ থাকিবেক না এবং সুখময় ধামে গিয়া পরম সুখে বাস করিব। এইরূপ আশা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে দুঃখ ও দুরাবস্থা সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, ক্লেশ না ঘটিলে আর ধৈর্য্যের আবশ্যকতা হয় না।

রাসেলাস কহিলেন, ভগিনি! তুমি সদ্বক্তৃতাসুলভ অত্যুক্তি দোষে পতিত হইতেছ। গৃহস্থাশ্রমের ও সংসার ধর্ম্মের সামান্য কথাবার্ত্তায় জাতীয় দুঃখ ও সাধারণ বিপদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? ঐরূপ দুঃখ ও ঐরূপ বিপদের কথা পুস্তকেই পাঠ করা যায়, চক্ষে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর বটে, কিন্তু প্রায় ঘটে না। যে সকল উপদ্রব প্রায় ঘটে না তাহার আশঙ্কা করিয়া আত্মাকে ব্যাকুল ও বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। জেরুজিলেম যেরূপ শত্রুকর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়ঙ্কর আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া প্রতি নগরকেই ভয় প্রদর্শন করা, শলভ উড়িলেই দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা, উত্তরদিক্ হইতে বায়ু বহিলেই মারীভয় উপস্থিত হইয়া দেশ উৎসন্ন যায় বলিয়া বর্ণনা করা আমার ভাল লাগে না।

অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় সেইরূপ বিষম বিপদের সময়

পরামর্শ ও তর্কবিতর্ক কিছুই কার্য্যকর হয় না। সেরূপ বিপদের সময় সহিষ্ণুতা বই উপায়ান্তর নাই। কিন্তু ইহা জানা উচিত যে, জগতের ভয়ানক দুঃখোৎপাদক সেইরূপ বিষম বিপদের যত আশঙ্কা করিতে হয় তত তাহা সহ্য করিতে হয় না। সহস্র সহস্র লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, যৌবনকালে হৃষ্টপুষ্ট ও বার্দ্ধক্যে জরা-গ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহারা সাংসারিক দুঃখ ব্যতিরিক্ত আর কোন দুঃখই জানিতে পারিতেছে না। রাজা দয়ালু বা নিষ্ঠুর হউন, সেনাগণ শত্রুদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হউক বা তাহাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক, তাহাতে তাহাদিগের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। যখন প্রাসাদ বিরোধ, বিদ্রোহ ও দ্বেষ ঈর্ষায় আন্দোলিত হইতে থাকে, অথবা যখন দূতগণ বিদেশে সন্ধিস্থাপন করিতে যান, উভয় কালেই সূত্রধর হস্তে কুঠার লইয়া বৃক্ষচ্ছেদন করে ও কৃষকেরা ভূমির উপর হল চালনা করিতে থাকে। তখনও আবশ্যক সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, অন্বেষণ করি-লেও পাওয়া যায়। তখনও ঋতুর পরিবর্ত্ত হইতে থাকে এবং ঋতুর পরিবর্ত্ত জন্য লাভালাভ সমানই থাকে।

যাহা প্রায় ঘটে না, কিন্তু যখন ঘটে তখন মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিবেচনা কিছুই করিতে পারে না, এমন অনিষ্টের আশঙ্কায় প্রয়োজন নাই। আমরা বায়ুর গতির প্রতিরোধ করিতেও চাহি না, রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতেও ইচ্ছা করি না। মাদৃশ প্রাণিগণ যাহা সহজে সম্পাদন করিতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তদনুসারে অন্যের সুখ বর্দ্ধন-পূর্ব্বক আপনি সুখী হইবার চেষ্টা পায়।

দারপরিগ্রহ যে প্রকৃতির নিয়ম, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিবে বলিয়াই স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বিবাহকে সুখের এক কারণ বলিতেই হইবেক।

রাজকুমারী কহিলেন, মানবদিগের দুঃখের যে অসংখ্য উপকরণ আছে বিবাহ যে তাহার মধ্যে পরিগণিত নয় তাহা আমার বোধ হইতেছে না। দাম্পত্যনিবন্ধন মনুষ্যের যে কত অসুখ ও দুরবস্থা ঘটে যখন আমি তাহার বিষয় আলোচনা করি; স্ত্রী পুরুষের চির অনৈক্যের যে কত অভাবনীয় অচিন্তনীয় কারণ উপস্থিত হয়, তাহা যখন চিন্তা করি; পরস্পর স্বভাবের বৈপরীত্য, মতের বৈপরীত্য ও অভিলাষের বৈপরীত্যে যে কত অসুখ উপস্থিত হয়, তাহা যখন ভাবনা করি; যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সৎপথ অবলম্বন করিয়া চলিতে চাহেন ও উভয়েই মনে করেন, আমরা যথার্থ পথে গমন করিতেছি, কিন্তু সেই সেই পথ পরস্পরের অনভিপ্রেত হওয়াতে যে পরস্পর অনৈক্য ঘটে, তাহা যখন আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন কঠিনচিত্ত নৈয়ায়িকদিগের মতে মত না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা কহেন পরিণয়-প্রথা বিহিত বটে, কিন্তু প্রশংসনীয় নয়। কতকগুলি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানব বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়গণকে আসক্ত রাখিবার নিমিত্ত, অখণ্ডনীয় দাম্পত্যবন্ধনে আপনাদিগকে চিরকালের জন্য নিক্ষিপ্ত করেন।

রাসেলাস কহিলেন ভগিনি! তুমি এইমাত্র কহিলে যে, একাকী থাকায় কোন সুখ নাই, বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হইয়া আবার কহিতেছ, বিবাহে নানাদুঃখ। পরস্পর বিরুদ্ধ দুই অবস্থাই মন্দ হইতে পারে, কিন্তু দুই অবস্থাই নিতান্ত অপকৃষ্ট হইতে পারে না, তাহার মধ্যে কোন না কোন অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হইবেক সন্দেহ নাই।

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, আমি যে একদা পরস্পর বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না। মনুষ্যের অদূরদর্শিতা নিবন্ধন প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যে সকল বিষয়

বহুবিস্তৃত ও বহু ভাগে বিভক্ত, তাহাদিগের পরস্পর তুলনা করিয়া যথার্থরূপে উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। আমরা একবারে যে সকল বিষয়ের মূল অবধি শেষপর্য্যন্ত দেখিতে পাই, তাহাদেরই তারতম্য ও উৎকর্ষাপকর্ষ ত্বরায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কিন্তু যখন আদি অন্ত, মধ্য, একবারে দেখিতে পাই না, তাহাতে যত জটিলতা আছে তাহা একবারে ভেদ করিতে পারি না, তখন একদেশ দেখিয়া সমুদায়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হই এবং স্মৃতিপথে যাহা উপস্থিত হয় তাহাই ব্যক্ত করি। সে সময় পরস্পরবিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিলেও বিস্ময়ের বিষয় কি? দণ্ডনীতি ও নীতিবিষয়ক জটিল প্রস্তাবের একদেশ দেখিয়া সমুদায়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেরূপ অন্যের মত হইতে আমাদিগের মত ভিন্ন হয়, সেইরূপ আপনমতও পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু যখন তাহার আদি, অন্ত, মধ্য একবারে দেখিতে পাই, সমুদায় জটিল গ্রন্থি একবারে ভেদ করিতে পারি. তখন আপন মতেরও অনৈক্য হয় না এবং সকলেই একরূপ মীমাংসায় সম্মত হন।

রাজকুমার কহিলেন, বোধ হয় দম্পতীর দুঃখ দেখিয়া উত্তমরূপে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়াই তুমি প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আপনমত ব্যক্ত করিয়া থাকিবে। ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া কি জীবনকে ঈশ্বরদত্ত বলিবে না? পরিণয়সম্পাদনদ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইবে, কি স্ত্রী পুরুষের পরস্পরসমাগমব্যতিরেকেই পৃথিবী প্রজাময় হইবেক?

নিকায়া উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে কিরূপে প্রজাবৃদ্ধি হইবেক সে ভাবনায় আমার প্রয়োজন কি? তোমারই বা সে চিন্তায় আবশ্যক কি? পৃথিবীর বর্ত্তমান লোকেরা যদি আপন আপন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করে, তাহা হইলে

আমি কোন অনিষ্ট দেখিতে পাই না। আমরা এক্ষণে পৃথিবীর ভাবনা ভাবিতেছি না, আপন আপন ভাবনাই ভাবিতেছি।

রাসেলাস কহিলেন, সমুদায় লোকের পক্ষে যাহা উত্তম, ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেও তাহা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক। বিবাহ প্রথা যদি সমুদায় লোকের পক্ষে শুভকরী হয়, তাহা হইলে এক এক ব্যক্তির পক্ষেও শুভকরী সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে বিহিতকর্ম্মকেও দোষদূষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং সুবিধার নিমিত্ত কখন বা ত্যাগ ও করিতে হয়। বিবাহ করা ও বিবাহ না করা এই উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে যাহা তুমি স্থির করিয়াছ, তদ্দারা বোধ হইতেছে যে, একাকী থাকিলে যে সকল অসুখ ও অসুবিধা ঘটে তাহা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বিবাহ করিলে সচরাচর যে সকল অসুবিধা দেখাযায় তাহা নিবারণ করিবারও উপায় আছে।

সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতে পারিলে, বিবাহ করা শ্রেয়স্কর। যে হেতু, তাহাতে সুখের সম্ভাবনা আছে। লোকের দোষই লোকের দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যে সময়ে সদ্বিবেক ও অভিজ্ঞতা জন্মেনা, অন্যের আচার, ব্যবহার, স্বভাব, বিচারশক্তি ও অভিপ্রায়ের সহিত আপন আচর ব্যবহার প্রভৃতির ঐক্য করিবার কৌতুক ও বাসনা থাকে না, এমন অপরিণত বয়োঽবস্থায় ব্যগ্র ও ঔৎসুক্যপরতন্ত্র হইয়া সহচরী নির্দ্ধারণ করিলে অনুতাপ ও দুঃখব্যতিরেকে আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তখন পরস্পর কলহ ও বিদ্বেষ করিতে করিতে কালক্ষেপ হয়।

পিতা মাতা ও সন্তানদিগের পরস্পর বিদ্বেষ বাল্যবিবাহের আর একফল। পিতা সংসারের সুখভোগ হইতে বিরত না হইতেই পুত্র সুখসম্ভোগে অগ্রসর হন। সংসারে দুই পুরুষের একদা একস্থানে সমাবেশ হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। মাতা বিষয়ভোগ পরি-

ত্যাগ না করিতেই কন্যা বিকসিত হইয়া উঠে; সুতারাং পরস্পর দূরবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করে।

সহধর্ম্মিণী নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ বিশিষ্ট বিবেচনা ও যত কালবিলম্ব আবশ্যক, সেইরূপ বিবেচনা ও তত কালবিলম্ব করিলে এই সমুদয় অনিষ্টের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। যৌবনের প্রথম আরম্ভে সহচরীর সাহায্যব্যতিরেকেও নানা প্রকার কৌতুক ও আমোদে কালক্ষেপ হইতে পারে। যত বয়ো-বৃদ্ধি হয়, তত অভিজ্ঞতা জন্মে। তখন অনেক দেখিয়া শুনিয়া সুন্দ-রৰূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। অধিক বয়সে সহচরী নির্দ্ধারণ করায় অনেক লাভ আছে, অন্ততঃ এই একলাভ যে, পুত্র অপেক্ষা পিতাকে বয়োবৃদ্ধ বোধ হয়।

নিকায়া কহিলেন, যে বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখাযায় নাই এবং বিচার দ্বারাও স্থির করা হয় নাই, তদ্বিষয়ে অন্যের মত অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। আমি শুনিয়াছি, অধিক বয়সে বিবাহ করা তাদৃশ শ্রেয়স্কর নহে। এই গুরুতর প্রস্তাব অনাদরের যোগ্যনয় বলিয়া, যাঁহাদিগের অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, যাঁহারা অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও যথার্থরূপ অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং যাঁহাদিগের মত ও অভিপ্রায় সমাদরণীয় ও প্রশং-সনীয়, তাঁহাদের নিকট আমি অনেকবার এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। তাঁহারা কহেন, যে সময়ে আপন আপন মত স্থির হইয়া যায়, আপন আপন বন্ধু বান্ধবেরও স্থৈর্য্য হয়, আচারব্যবহার নির্দ্দিষ্টপ্রণালী অবলম্বন করে, কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাহারও নিশ্চয় হইয়া যায় এবং অন্তঃকরণ আপন আপন অভিলষিত সামগ্রীর অনুধ্যান করিয়া বহুকালাবধি আহ্লাদিত হইতে থাকে, এমন সময়ে স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্যসম্বন্ধ অতি ভয়ানক ও অনিষ্টজনক কর্ম্ম।

দুইজন পথিক ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে যে, একপথই অবলম্বন করিবেক ইহা প্রায় সম্ভবেনা। যেপথ ভ্রমণ করা অভ্যাস হইয়াছে ও ভ্রমণ করিতে আমোদ জন্মে তাহা কেহই পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইবেনা। যখন বাল্য-কালের চাপল্য গাম্ভীর্যে পরিণত হয়, তখন মনে অহঙ্কার জন্মে এবং আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে দৃঢ়তর প্রবৃত্তি হয়। তখন আপনমত ত্যাগ করিয়া অন্যের মতে মত দিতে ও অন্যের কথার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লজ্জা বোধ হয় এবং আপন মতের সহিত অন্যের মতের ঐক্য না হইলে বিবাদ ও কলহ করিতে ইচ্ছা জন্মে। অধিকবয়স্ক দম্পতীর অন্তঃকরণে পরস্পর সমাদর ও অনু-রাগ প্রকাশ করিবার বাসনা প্রবল হওয়াতে পরস্পর সন্তুষ্ট করি-বার ইচ্ছা জন্মে বটে, কিন্তু যেসময় বাহ্য আকৃতির পরিবর্ত্ত হয় তখন মনোবৃত্তি সকল নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে এবং আচার ব্যবহারেরও স্থৈর্য্য হইয়া যায়। বহুকাল যাহা অভ্যাস হইয়া আইসে একজনের সন্তোষের নিমিত্ত তাহা সহজে পরিত্যাগ করা যায়না। যিনি অধিকবয়সে আপন আচারব্যাবহারের প্রণালী পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা পান, তাঁহার চেষ্টা প্রায় সফল হইয়া উঠেনা। যেসময় আপন আচারব্যবহার প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা যায়না, সেসময় অন্যের আচারব্যবহারের প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা যে কিরূপ কঠিনকর্ম্ম তাহা বর্ণনাতীত।

রাজকুমার কহিলেন, সহধর্ম্মিণী নির্দ্ধারণের প্রধান নিয়ম তুমি বিস্মৃত হইয়াছ। যখন আমি কোন কামিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব, আমার প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে, তিনি ন্যায়পথে চলিতে সম্মত কিনা?

নিকায়া উত্তর করিলেন হাঁ, এইরূপে নৈয়ায়িকেরা প্রতা-রিত হইয়া থাকেন। সংসারে এমন সহস্র সহস্র প্রকার বিবাদ

কলহ উপস্থিত হয়, ন্যায়ানুসারে তাহার কিছুই মীমাংসা করা যায়না। অনুসন্ধান করিয়া যাহার নির্ণয় হয়না, তর্কশক্তি যাহার নিকটে উপহাসাস্পদ হয়, দিনদিন এরূপ শতশত বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন কতশত ব্যাপার উপস্থিত হয়, যাহাতে কিছুকরা আবশ্যক, বাক্যব্যয় নিরর্থক মাত্র। মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা কর এবং কজনলোক ন্যায়ানুসারে সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখ। যে স্ত্রীপুরুষ শয্যাহইতে উঠিয়া সামান্য সামান্য গৃহকর্ম্মের বন্দোবস্তবিষয়ে পরামর্শ ও যুক্তি করিতে বসেন, বোধহয় তাঁহাদিগের অপেক্ষা হতভাগ্য আর কেহই নাই।

যাঁহারা অধিকবয়সে বিবাহ করেন, তাঁহারা সন্তানের বিদ্বেষ হইতে রক্ষা পান বটে, কিন্তু সন্তানদিগকে অনাশ্রয় ও অজ্ঞান অবস্থায় একজন প্রতিপালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। যদিও সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নাঘটে, তথাপি সন্তানেরা বিজ্ঞও প্রধানলোক বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হয়। অধিকবয়সে দারপরিগ্রহ করিলে সন্তান হইতে যেরূপ ভয় থাকেনা, সেইরূপ তাহাদিগের নিকট কোন প্রত্যাশারও সম্ভাবনা থাকেনা। আর নবীন অবস্থায় পরস্পর প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার জন্য দম্পতীর মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হয়, অধিকবয়সে বিবাহ করিলে তাহারও রসাস্বাদন করিতে পারা যায়না। যে সময়ে আচার ব্যবহারের প্রণালী বদ্ধমূল হয় নাই, চিত্তবৃত্তি দৃঢ় ও কঠিন হয়নাই, অভ্যাসদ্বারা সংস্কার জন্মে নাই, এমন সময়ে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দুইটী কোমল বস্তু পরস্পর সংযোগদ্বারা যেরূপ অনায়াসে মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সুন্দর মিলন হইবার সম্ভাবনা। অধি-

কবয়সে সেরূপ মিল হওয়া অতি কঠিন কর্ম্ম। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, যাহারা অধিক বয়সে বিবাহ করে তাহারা সন্তানদিগকে অত্যন্ত ভালবাসে; যাহারা অল্পবয়সে বিবাহ করে, তাহারা সঙ্গিনীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত থাকে।

রাসেলাস কহিলেন, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও সঙ্গিনীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের যেসময়, তাহাই পরিণয়ের যথার্থ উপযুক্ত কাল। এমন সময়ে দারপরিগ্রহ করা উচিত, যেসময়ে পিতা হইলে বিসদৃশ বোধ হয়না, স্বামী হইলেও লোকে উপহাস করেনা।

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, প্রতিমুহূর্ত্তেই ইমলাকের কথা বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইতেছে। ইমলাক কহেন, জগদীশ্বর দুই দিকে দান করিতেছেন, হয় বামভাগে গিয়া দান গ্রহণ কর, নতুবা দক্ষিণদিগে গিয়া হস্ত পাত; যিনি মধ্যে থাকিয়া দুইদিকেরই দান লইতে চাহেন, তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। যে সকল অবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধহয় তাহা এরূপ নির্দ্দিষ্টপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আছে যে তাহার মধ্যে একের প্রতি ধাবমান হইলে অন্য হইতে সুদূরবর্ত্তী হইতে হয়। উত্তম দুইবস্তু পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ যে তাহার একটী লইতে গেলে আর একটী হারাইতে হয়। কোন প্রকারে দুইটী পাইবার সুবিধা হয়না। যাঁহারা বুদ্ধি খাটাইয়া উভয় প্রাপ্তির চেষ্টা করেন, তাঁহারা উভয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া যান, একটীও লাভ করিতে পারেননা। অতিবুদ্ধির সর্ব্বদাই প্রায় এরূপ ঘটিয়া থাকে। যিনি মনুষ্য শক্তির অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কিছুই করিতে পারেন না। পরস্পর বিরুদ্ধ সুখপরম্পরা সম্ভোগ করিবার বাসনা ফলোপধায়িকা হয়না, সম্মুখে যাহা পাও গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হও। যখন বসন্ত কালের কুসুমসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তৎ-

কালে শরৎকালীন সুস্বাদুফলের রসাস্বাদন করিতে পারা যায়না। কেহই একদা নীলনদের মুখ ও প্রস্রবণহইতে জল তুলিয়া পানপাত্র পূর্ণ করিতে পারেনা।

(রাসেলাস)

মিত্রতা।

সঙ্গ লাভের বাসনা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ এবং সমস্ত সদ্‌গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে, তাহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয় এবং অনুরাগ সঞ্চার হইলেই, তাহার সহিত সহবাস করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এক-জনের প্রতি অন্যজনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু উভয়ের সমানভাব না হইলে প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমানভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব সঞ্চারের মূলীভূত। এই-হেতু বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ-লোকের, সাধুর সহিত সাধুলোকের এবং অসাধুর সহিত অসাধু লোকের মিত্রতাভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু, ধনীর সহিত ধনী লোকের দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের এবং মধ্য-বিত্তের সহিত মধ্যবিত্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্য-ভাবই বন্ধুত্বগুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্রব্যক্তির মনো-বৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং একবিষয়ে প্রবৃত্তি ও এককার্য্যে অনুরক্তি থাকে, তাহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতালাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু মেদিনীমণ্ডলে দুইব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব নহে। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নহে। যাহা-

দের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নহে। যাহাদের ধর্ম্মসমান তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নহে। যাহাদের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাতে এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয়না সুতরাং সম্পূর্ণরূপ সৌহৃদ্যভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণে ঐক্য হয় তাহাদের তদ্বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয় সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহার সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এসংসারে তাঁহাকেই বন্ধুত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুত্বও অতিদুর্লভ।

আমরা যাদৃশ বন্ধুলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শিরোমণি* উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু ব্যতিরেকে সংসার একটী অরণ্য মাত্র। অপর এক মহাত্মা † নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। তৃতীয় একব্যক্তি ‡ লিখিয়া গিয়াছেন, সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুইটী সুরস ফল বিদ্যমান আছে; কাব্যরূপ অমৃতরসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ তিনি অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণেপরিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধুব্যতিরেকে বিষয় সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুরূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাপিতচিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণবদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের

---

* বেকন † সিসিরো ‡ হিতোপদেশ কর্ত্তা।

সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মেনা। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত, শোকসন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্নভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, সেইরূপ, প্রিয়বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনাবাক্য-দ্বারা দুঃখিতজনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

বন্ধুত্বগুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করাযায়না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এস্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক, মিত্রতার গুণ বর্ণন করা তত আবশ্যক নহে। কাহারও সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত, তৎপরে যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয়, পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে তাহাহইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নহে। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধু-সঙ্গ তেমনি অগুণকারী ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয় এবং বন্ধুর সাধু গুণে আমাদের চরিত্র সাধু হয়। আমরা

যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি তাঁহার দোষ সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতে পারিলেও, পারিনা, কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখদুঃখ মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা, এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্পকালের সংসর্গ দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কালহরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য কৌতুক ও প্রমোদসম্ভোগ মাত্র বন্ধুত্ব করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে কেবল পরিহাসপটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া তাহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার প্রাপ্তির উদ্দেশে শিষ্টতা ও সৌজন্য প্রকাশ মাত্র বন্ধুত্ব করণের প্রয়োজন হইত, তাহাহইলে কেবল উদারস্বভাব ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোকসমাজে মান্যলোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব করণের অভিসন্ধি হইত, তাহাহইলে কোন লোকমান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা কথঞ্চিৎ লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত, অশেষমত

চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ক্লিষ্ট ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত দোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হয়, যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গবশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধু-জনের কদাচারজনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট-হৃদয় সুহৃদ্বর্গের প্রকৃতিসিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতাগুণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কিনা, বিচার করিয়া দেখ।

ধরণীমণ্ডলে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম্ম যে মিত্রতার মূলীভূত নহে, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু, যেমন বিশ্বাস স্থল এমন আর কেহই নহে। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে, অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ প্রত্যাশায় কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থ লাভ হয়, তবে সে কথা সে কেন না প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থো-পার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে বন্ধুজনসমীপেই বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্যদশা উপস্থিত দেখিয়া আমাদের নিকট উপ-কার প্রত্যাশা রহিত হইল বলিয়া চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমাদিগের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থ-লাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য-কলঙ্ক আরোপণপূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ

হইবে ? অনেকব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনক দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন একথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নহে, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে । অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয় । বন্ধুত্ব ঘটনার প্রারম্ভ সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত তাহা না করাতেই, উক্ত রূপ ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব, অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে । সদ্বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ। যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র-ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা প্রাণ-ত্যাগজনিত সুদারুণ শোকসন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে তাহাহইলে তৎপরে যাবৎকাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎকাল তদীয় সদ্ভাবসংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

আমরা যাঁহার সহিত যথানিয়মে বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁ-হাকে অসঙ্কুচিতচিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাসভাজন বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত সৌহৃদ্যরূপ বিশুদ্ধব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তখন তাঁহার নিকট অকপটহৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোমক দেশীয় কোন নীতি প্রদর্শক নির্দ্দেশ

করিয়াছেন—"তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্বগুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই। তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কিনা, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া তাঁহাকে যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলে, তখন তাঁহাকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক মিত্রসদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃতমিত্রের অকপটহৃদয় বিশ্বাসরূপ পরমপদার্থের জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নহে। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভার্য্যা সমীপেও সময়বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র তাঁহার কল্যাণ-সাধন বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়। তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহাহইলে সে অপ্রতুল পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোকসন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে প্রীতিবচন ও স্নেহ-বিতরণ দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদি আমরা তাঁহার শোকদুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নাহই তথাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়পবিত্র প্রবোধবচনদ্বারা তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া

শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহাহইলে আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদজনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই, এবং জনসন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিতরূপ অশেষপ্রকার উপকার সম্পাদন করা আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার উপকারসাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা তাঁহার যতপ্রকার উপকার সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন উপকার উহার তুল্য কল্যাণকর নহে। মনুষ্যের পক্ষে কোনপদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষায় হিতকারী নহে। অতএব হৃদয়াধিক প্রিয়তর সুহৃজ্জনের হতপ্রায় ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোনপ্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময়ে যাহাকে বন্ধুত্বপদে বরণ করা যায়, সে সময়ে তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নহে, পুণ্য-পদবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ পদস্খলন হইয়া বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাহাকে পুণ্যপথে পুনরানয়ন করিরার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্নকরা কর্ত্তব্য। পাপাসক্ত ব্যক্তিকে হিতবাক্য কহিলে, কিজানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত ব্যবহার নহে। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও তাহাকে ঐ

সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্মরূপ মানসিকরোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশ ঔষধ সেবন করান সেইরূপ অবশ্যই কর্ত্তব্য পুণ্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে, বন্ধুত্বব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষসাধন ও রোষোৎপত্তি নিবারণ উদ্দেশে মৃদুবচনে সুমধুর ভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বন্ধুত্ব গুণের প্রকৃতমর্য্যাদাগ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশবাক্যের অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন তাহাহইলে তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি রুষ্ট নাহইয়া সমধিক সন্তুষ্টই হইবেন। আমরা তাহার ধর্ম্মরূপ অমূল্যরত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া অপূর্ব্বমাধুর্য্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয়বচনে মিত্রগণের দোষোল্লেখ করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্রপদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কুপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায়, বাক্য মাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রু সকল তাহাদের অপেক্ষায় হিতকারী সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রোমকরাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন "অনেক ব্যক্তি প্রিয়ংবদ মিত্র অপক্ষায় বদ্ধ-বৈর শত্রু সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সকল যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্‌কালে শুনেন নাই। তাহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত, কেননা, তাহারা অধর্ম্মে অনুরক্তি ও সদুপদেশ গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন।" ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই অথবা প্রায় সকলেই, উক্তরূপ মিত্রমণ্ডলীতে পরি-

বেষ্টিত থাকেন তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবন করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু সম্বোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের তোষজনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতিবাক্যেতেই তাহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন। পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে একজন পরিচারণা ও অন্যজন অর্থলাভ মাত্র অভিলাষ করেন। তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্র শব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীতদাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে? অকপটহৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে সদুপদেশ প্রদান করা এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা বন্ধুত্বগুণের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা দোষ উপস্থিত হয়, তবে সে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ বচন কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নহে।

তৃতীয়তঃ। কাহারও সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয় এবং বদ্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্বঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সৎপাত্রে প্রণয় স্থাপন করিলে, কস্মিন্‌কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের অন্তিমদশা উপস্থিত না হইলে তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয়না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে মিত্র পরি-

গ্রহ সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন ও যত সাবধান হউন না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজনমিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনীমণ্ডলে জ্ঞানপবিত্র সুচরিত্র মিত্র সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দুষ্ট-দোষে দূষিত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্যহীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয় পাত্র ও বিশ্বাস ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব বন্ধনে বদ্ধ হন, কোন না কোনকালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারেই ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদি ভাগ্যদোষবশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্বঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্‌কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া পুলকিতচিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, এই উভয়েই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আমাদের অনুরাগ লাভের একান্তই অযোগ্য হন, তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নহে। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপন মনের কবাট উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদের নিকট এতাদৃশ

গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্তরূপ অনর্থপাত অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি, অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণ-সত্ত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নহে। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট উক্তরূপ অঙ্গীকার করা প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্যবিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব-বন্ধন-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তিনি সদ্ভাব সত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া সংগোপনের যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা চিরকালই হৃদয় মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিধিরই স্থলবিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিভেদ হইলেও, সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষপরবশ হইয়া, মিথ্যাপবাদ দিয়া আমাদের নির্দ্দোষচরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাঁহার পূর্ব্বকথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষের উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয় প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্বকথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের

বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-ব্যতিরেকে তাঁহাদের সৌহৃদ্যভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্য-শালী উভয় মিত্রের মধ্যে একজন যদি দুর্ব্বিপাক বশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে অন্যজন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও সে জলে তাহার হৃদয়স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর দেহ দীপ্তচিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও, সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপট হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোকসন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর নাম বন্ধুর যশ ও বন্ধুর পরিজন তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তর নিবাসী অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির পরিবার এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎপতনের সমাচার শুনিয়া সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্গুণ সমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃশশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও কারুণ্যভাব প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(চারুপাঠ)

মীরাবাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মীরাবাইর কার্য্য পরম্পরা অনির্ব্বচনীয় দেবভক্তি ও স্বার্থত্যাগের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মীরাবাই

অবলাহৃদয়ের অধিকারিণী ও অবলাসুলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণের আস্পদ হইয়াও যেরূপ কঠোর ব্রতধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মনে করিলে হৃদয় ভক্তি ও প্রীতিতে উছলিয়া উঠে। যেসকল কামিনী কুলবধূনামে পরিচিত, যাহারা ক্লেশের সামান্য আঘাত পাইলেই বাতদুলিত লতার ন্যায় দুলিয়া পড়েন, যাহাদের নবনীতনিন্দিতদেহ তপনের অল্পতাপেই উনিয়া পড়ে, যাহাদের নিকট নিদ্রার নাম পরিশ্রম, আলস্যের নাম উৎসাহ এবং নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকার নাম স্বার্থত্যাগ, তাহাদের সহিত মীরাবাইর অনেক প্রভেদ। মীরাবাই ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের নিমিত্ত যেরূপ কঠোরব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী সারস্বতী শক্তির ন্যায় যেরূপ তদ্গতচিত্তে স্বীয় বরণীয় দেবতার গুণগান করিয়াছেন, অবলা-প্রকৃতিতে সেরূপ তপস্বিধর্ম্ম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

মীরাবাই মেরতানামক একটী ক্ষুদ্ররাজ্যের জনৈক রাঠোর-বংশীয় রাজার কন্যা। মিবারের রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কুম্ভের পরাক্রম ও শাসনদক্ষতা মীবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। যে গৌরবসূর্য্য কাগার নদের তীরে অনন্ত-প্রসারিত শোণিতসাগরে নিমগ্ন প্রায় হইয়াছিল, দুরন্ত পাঠান-রাহুর পরাক্রমে যাহার প্রচণ্ড কিরণ অন্ধকারে পরিণতি পাইয়াছিল, রাণা কুম্ভের শাসনপ্রভাবে তাহা ধীরে ধীরে সমস্ত মীবার আলোকিত করিয়া তুলে। কুম্ভ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল মীবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। যাহা হউক, মীরাবাই কিরূপ সৌভাগ্য লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমর্পিত হইয়াছিলেন, আমরা তাহাই পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত এই সুযোদ্ধার উল্লেখ করিলাম। মীরাবাই পতির এই সৌভাগ্য-

শ্রীর কতদূর অশংভাগিনী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

ভক্তি হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি। যদি ক্ষণকালের তরেও ভক্তির কার্য্য স্থগিত হয় তাহাহইলে হৃদয় বিশুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় নিতান্ত শোভাহীন হইয়া পড়ে। ভক্তি নিয়ত ঊর্দ্ধগামিনী। গতি ও উত্থান বিষয়ে ইহা কল্পনাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। যাহার হৃদয় সর্ব্বদা ভক্তিরসে পরিপ্লুত থাকে, তিনি মানব হইয়াও দেবলোকের পবিত্রতম সুখ সম্ভোগ করেন, এবং মর্ত্ত্য হইয়াও অমরজনভোগ্য পবিত্র সুধার রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ এবং যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তৎসমুদায়ই এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। ভক্তি কখনও কোন প্রকার পার্থিব-পঙ্কে কলুষিত হয় না। ইহা পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় নিয়তই স্বচ্ছ, আবিলতাবর্জ্জিত ও জীবনতোষিণী। যথার্থ ভক্তি-মান্ ব্যক্তি কখনও নীচতা ও হীনতার কর্দ্দমে নিমগ্ন থাকেন না। তাঁহার হৃদয় বীচিবিক্ষোভশূন্য স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় নির্ম্মল ও কমনীয় থাকে। তিনি ভ্রমরচুম্বিত প্রভাত কমলের মনোহর মাধুরী দেখিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত ও সুখী হয়েন, সেইরূপ অনন্ত জড় জগতের অনন্তশক্তির বিকাশ দেখিয়াও সুখী ও পরি-তৃপ্ত হইয়া থাকেন। তরঙ্গায়িতসাগরের অট্টহাস্য, মেঘপটলের প্রগাঢ় নীলিমা, জলদদলনিঃসৃত চল সৌদামিনীর অপূর্ব্ব বিকাশ, উত্তুঙ্গ শৃঙ্গশোভী ভূধরমালার গম্ভীর দৃশ্য, দিগ্দাহকারী দাবানল এবং প্রলয় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রভৃতিতে তাঁহার হৃদয় সেই অনন্তশক্তির অনন্তস্রোতের সহিত মিশিয়া যায়। তিনি সংসারী হইয়াও যোগী, মানব হইয়াও দেবলোকবাসী এবং সংসারসমুদ্রের নগণ্য জলবুদ্বুদ্ হইয়াও মহীয়সীশক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন। এ নশ্বর

জগতে এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিকবিকাশে তাঁহার তুলনা সম্ভবে না।

যথার্থ ভক্তি এইরূপ পবিত্র ও অনবদ্য। ভক্তি অনেক বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দেবতার দিকে যে ভক্তি ধাবিত হয়. মীরাবাই তাহার জন্যেই সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন। দেবভক্তি অপূর্ণকে পরিপূর্ণ ও অসুন্দরকে সৌন্দর্য্যের রেখাপাতে সুশোভিত করে। মনুষ্য এই জড়জগতে ক্ষুদ্রতর জীব। প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহার অস্থায়িশরীরের স্থিরাংশের ধ্বংস হইতেছে। জলবিম্ব যেমন কিয়ৎক্ষণ লীলা করিয়া জলধির অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া যায়, ঊর্ম্মিমালা যেমন গৌরবে ক্ষণকাল বক্ষ স্ফীত করিয়া জলগর্ভে বিলয় পায়, বিদ্যুল্লতা যেমন মুহূর্ত্তমাত্র প্রভা বিকাশ করিয়া নবজলধর পটলে অন্তর্হিত হয়, নশ্বরমানব সেইরূপ এই নশ্বরজগতে কিয়ৎক্ষণ লীলা করিয়া কালের অনন্তস্রোতে বিলীন হইতেছে। অপূর্ণ অস্থায়িজীব ভক্তির সাহায্যে সহজেই সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরাৎপরে সংযতচিত্ত হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান সংসারের অস্থায়িত্ব ও নিজের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ব ভাবিয়া মনুষ্য আপনাহইতেই অনন্তশক্তিমান্ দেবতার শরণ লয় এবং এই দেবভক্তির বলে সৌন্দর্য্যের উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করিয়া পবিত্র আনন্দের রসাস্বাদ করিতে থাকে। কেহ শিখায় না, কেহ বলিয়া দেয় না, তথাপি এই ভক্তি ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া মনুষ্যকে উচ্চতম বরণীয় দেবতার স্বরূপচিন্তায় নিয়োজিত করে। এইজন্য সাধনা বলবতী হয়, এবং এই জন্যই তপস্যা মহীয়সী হয়। তরঙ্গিণী যেমন সাগরের দিকে অবিরাম গতি প্রবাহিত হয়, জীবন্তভক্তির প্রবলবেগে সাধনা এবং তপস্যাও সেইরূপ পরমাত্মার দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। কেহই এই অসীমভক্তির গতিরোধে সমর্থ হয় না। যিনি শক্তিতে অসীম, দয়ায়

অসীম, পরিমাণে অসীম, অসীমভক্তিস্রোতঃ যখন তাঁহাকে পাই-বার নিমিত্ত তাড়িতবেগকেও উপহাস করিয়া ধাবমান হয়, তখন সঙ্কীর্ণশক্তি সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সামান্য মনুষ্য কিছুতেই সেই ভক্তিস্রোতঃ আপন ক্ষমতার আয়ত্ত করিতে পারে না। এরূপ স্থলে মানবী শক্তি আপনাহইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে এবং কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত হইয়া থাকে।

মীরাবাই এই জীবন্ত দেবভক্তির উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্ব-প্রকার পার্থিব সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছিলেন তথাপি মীরার ভাগ্যে রাজ্য ভোগসুখ ঘটিয়া উঠে নাই। মীরা নিতান্ত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তিনি স্বামিগৃহে যাইয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়া উঠিলেন এবং আত্মসংযত ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া রণ-ছোড় নামক আরাধ্য কৃষ্ণমূর্ত্তির আরাধনায় রত হইলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার স্বামীর অন্যান্য পরিবারবর্গ প্রগাঢ় শক্তি উপাসক ছিলেন। এতন্নিবন্ধন স্বামিগৃহে গমনের অব্যবহিত পরেই মীরার সহিত তাঁহার শ্বশ্রূর ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট বিবাদ আরম্ভ হইল। মীরার শ্বশ্রূ মীরাকে বিষ্ণু উপসনায় বিরত ও শক্তি উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাঁহর চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইলনা। মীরা যে ভক্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, রাজমাতা সেই স্রোত নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না, এইজন্য তিনি মীরাকে গৃহহইতে নিষ্কাসিত করিলেন। মীরা গৃহ বহিষ্কৃত হইলেন বটে, কিন্তু ভক্তিহইতে স্খলিত হইলেন না। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে তাহা প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। রাণা কুম্ভ মীরার আবাসের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান ও ভরণপোষণের নিমিত্ত কিছু অর্থও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাহউক, মীরা স্বামী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া রণ-

ছোড়ের আরাধনায় রত হইলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণা তপস্বিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উঠিল। মীরা অল্পকালপরে মথুরা ও দ্বারকাতীর্থে গমন করেন। কথিত আছে তিনি যৎকালে দ্বারকায় ছিলেন, তৎকালে রাণা স্বীয় অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ এই অবসরে মীরাকে আনয়নের জন্য দ্বারকায় প্রেরিত হয়। মীরা দ্বারকাহইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার আরাধ্য দেবতার নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। উপসনা সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং মীরা তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র উহা পূর্ব্ববৎ অবিভক্ত হইয়া গেল। এই অবধি মীরাবাই চিরকালের মত ইহলোকহইতে অন্তর্হিত হইলেন। অদ্যাপি মীবারে রণছোড় নামক কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত মীরাবাইর পূজা হইয়া থাকে। কিম্বদন্তী এরূপ নির্দ্দেশ করে যে, এই পূজা মীরাবাইর অন্তর্দ্ধানের স্মরণসূচক ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেশের দোষেই হউক অথবা কোন বিপ্লব ঘটনাতেই হউক, মীরাবাইর কোন ধারাবাহিক জীবনচরিত বর্ত্তমান নাই। এক্ষণে মীরার সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ঘটনাই উপকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মীরা পরমসুন্দরী ছিলেন, সৌন্দর্য্য গরিমায় তৎকালে কেহই তাঁহার তুলনীয়া ছিলনা। কিন্তু তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অধিক ছিল। তাঁহার যতটুক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের জাজ্বল্যমান চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। মীরা দেবভক্তির নিমিত্ত অতুল রাজত্বসুখ ও ভোগবিলাস পা দিয়া ঠেলিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয় নাই। প্রগাঢ় সাধনায় ও প্রগাঢ় তপস্যায় তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ পবিত্র আনন্দের

তরঙ্গ ক্রীড়া করিত। মীরাবাইর অন্তর্দ্ধানঘটনা যদিও নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক ও অবিশ্বাস যোগ্য, তথাপি উহা তাঁহার উৎকট সাধনার পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ মীরাবাই যে আপনার সাধনায় অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সাধনা ও তপস্যার জন্যই তিনি আজ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট দেবীভাবে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

মীরাবাই সুকবি ছিলেন। যাঁহার হৃদয় ভক্তির প্রবাহে উচ্ছ্লিত হয়, কবিতার মোহিনী মাধুরী সহজেই তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া থাকে; পবিত্রভক্তির মহিমায় মীরার কবিতাও হিমাচল-নিঃসৃতা পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় অবিরল-ধারায় নির্গত হইত। মীরাবাইর রচিত পদাবলী অনেকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। নানকপন্থী ও কবিরপন্থী প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি মধ্যে তাঁহার অনেক গীত পাওয়া যায়।

(আর্য্যদর্শন)

লোকারণ্য।

মনের আকাঙ্ক্ষাবিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও একতা নাই। কেহ সাগরের তরঙ্গবিক্ষোভিত সুনীলবক্ষে ফেণায়িত অট্টহাস দর্শনে পুলকিত হয়; কাহারও হৃদয়, ফুল, ফল, লতাপাতা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সুকুমার সৌন্দর্য্যের জন্যই সতত লালায়িত থাকে। আমি এই উভয়বিধ শোভাই সমান আদরের সহিত নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাকি; কিন্তু একত্র বহু সহস্র লোকের সমাবেশ দেখিলে, আমার যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ হয়, জড়প্রকৃতির কোন পদার্থই আমায় সে আনন্দ প্রদান করিতে

সমর্থ হয় না। আমি বিলাসীর প্রমোদকাননে পরিভ্রমণ করিয়াছি; নদ, নদী, সরোবর, বন, উপবন, ও পর্ব্বতের নৈসর্গিক কান্তি অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়াছি; পূর্ণিমার প্রফুল্ল চন্দ্র, তরুর পত্রে পত্রে, মেঘের পটলে পটলে কিরূপ মনোহর ক্রীড়া করে তাহাও দর্শন করিয়াছি, ইহার কিছুই আমার নিকট লোকারণ্যের সেই বিস্ময়জনক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই।

জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নাই, উহা নিস্তেজ ও নির্জীব; লোকারণ্যের সৌন্দর্য্য প্রাণবিশিষ্ট, উহা সতেজ ও সজীব। সংসারে লোকারণ্যের ন্যায় অদ্ভুত দৃশ্য কি আছে, জানি না। যাহার চিত্ত লোকারণ্য দেখিলেও নাচিয়া না উঠে, সে মনুষ্য সমাজের কেহই নহে, এবং মানবজাতির সুখ দুঃখ ও হর্ষ বিষাদের সহিত তাহার কখনও সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

ত্রিতন্ত্রী, এস্রার, বীণা, বেণু, মন্দিরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের ধ্বনি একীভূত হইয়া নিঃসৃত হইলে, শ্রোতৃবর্গ যেরূপ অনুপম সুখানুভব করেন; ভাবুকের মন, লোকারণ্যের সমবেত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর সুখ অনুভব করে। কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ দূর হইতে বন্ধুজনকে তারস্বরে আহ্বান করে, কাহারও কণ্ঠ হইতে ক্রোধের শ্রুতিকর্কশ কম্পিতস্বর বহির্গত হয়, কেহবা পার্শ্বস্থিত প্রণয়িজনের চিরপিপাসু কর্ণে মৃদু মৃদু মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে; ঐ সমুদয় ধ্বনি এক স্রোতের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া মানবজীবনের জয়ধ্বনি রূপে গগনাভিমুখে উত্থিত হয় এবং ভাবুক ব্যক্তি শ্রবণ করিতে করিতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঐ স্রোতেই আপনার হৃদয় ঢালিয়া দেয়। সে আছে কি নাই তাহাও তখন তাহার মনে থাকে না।

তরুতলার অরণ্য নয়নেরই বিনোদন করে, প্রকৃত প্রস্তাবে

হৃদয়ের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হয় না। লোকারণ্য নয়নের প্রীতি-কর এবং হৃদয়েরও উদ্দীপক। যে অসংখ্য লোক একত্র মিলিত হইয়া ঐরূপ অপূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করে তাহাদের প্রত্যেকেই এক একখানি কাব্য, অথবা এক একখানি ইতিহাস। প্রতি জনের মানসপটে কতই বা সুখের কথা এবং কতই বা দুঃখের কথা লিখিত রহিয়াছে, প্রতি জনের মস্তকের উপর দিয়া বিঘ্ন বিপদের ঝঞ্ঝা-বায়ু কতভাবে কতবার প্রবাহিত হইয়াছে, সংসারের প্রতিকূল স্রোতে প্রতি জনই কত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মন লৌকিক জগতের কত ঊর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা কখ-নই বাক্যে নির্ব্বাচন করা যায় না। লোকারণ্যরূপ বিচিত্রদৃশ্য দর্শন করিয়া কবি ও দার্শনিক উভয়েই সমান মুগ্ধ হন; কল্পনা ও চিন্তা উভয়ই তখন যুগপৎ জাগরিত হইয়া সমান ভাবে ক্রীড়া করে।

মনুষ্যের আলস্য, ঔদাস্য এবং অকর্ম্মণ্য জীবন অবলোকন করিলে মানবজাতি যে জীবিত আছে, এ বিষয়েই সংশয় হয়, এবং সংশয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ানক নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন দৈবাৎ কোনস্থলে কোলাহলময় লোকধ্বনি শ্রবণ করি, এবং লোকারণ্যের ভৈরবচ্ছবি প্রত্যক্ষ সন্দ-র্শন করি, তখন সেই সংশয় এবং সেই নৈরাশ্য আপনা হইতেই অপনীত হইয়া যায়। বহু সহস্র লোক কেন প্রমত্ত ভাবে একত্র হয়, কেন বহুলোকের হৃদয়যন্ত্র একভাবে একসঙ্গে বাজিয়া উঠে ইত্যাদি চিন্তাসূত্র অবলম্বন করিয়া লোকসংগ্রহের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, একবারে মানব প্রকৃতির মূলপ্রস্রবণের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, এবং যাহা কখনও জানিতে পাও নাই, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া, আশায় ও আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করিবে। বুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত জীবন নহে, জীবনের পথপ্রদর্শক অথবা আলোকবর্ত্তিকা। মনুষ্যের প্রকৃত জীবন হৃদয়। হৃদয়ের

প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, অনুরাগ, বিরাগ, সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ সকলই স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া উঠে। মনুষ্য জাতির সেই হৃদয় আছে, না অদর্শন হইয়াছে, তাহার প্রধান পরীক্ষাস্থান লোকারণ্য। লোকারণ্যে কোথাও ভক্তির স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও দেশানুরাগ যুগান্তের মোহ হইতে সহসা উত্থিত হইয়া ঝটিকবায়ুর ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতেছে, কোথাও বহুদিনের অপমান ক্লেশ ও দুঃখ যন্ত্রণা অকস্মাৎ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া প্রলয় পয়োধির উচ্ছ্বাসের ন্যায় সংসার ডুবাইয়া দিতেছে এবং পুরাতন ও নূতন, ভাল ও মন্দ যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে সমুদয় ভাসাইয়া নিতেছে।

পৃথিবীর কতকগুলি জাতি মৃত, আর কতকগুলি জীবিত। মৃতজাতীয় মনুষ্য সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত, তাহারা ভোগরত হইয়াও যোগী, কারণ কিছুতেই আসক্ত নহে; গৃহী হইয়াও বানপ্রস্থ এবং বিলাসী হইয়াও উদাসীন। তাহাদিগের প্রধান লক্ষণ এই, তাহারা আপন বই আর বুঝে না, স্ত্রীপুত্র বই আর চেনে না এবং বর্ত্তমান ক্ষণের বর্ত্তমান সুখ বিনা আর কিছুই চিত্তে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের হৃদয় তড়াগের বদ্ধজলের ন্যায়; উহাতে চাঞ্চল্য, প্রবাহ ও তরঙ্গ, কিছুই নাই; এবং আপনারও বর্ত্তমান ক্ষণের সহিত যে বস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহা তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদ অবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। তাদৃশ লোকেরা লোকারণ্যের মহিমা কোন প্রকারেই বুঝিতে পায় না, এবং লোক সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাধারণের অদৃষ্টের সহিত আপনাদিগের অদৃষ্ট মিশ্রিত করিতে সাধারণের একাঙ্গ হইয়া সংসারের গতি পরিবর্ত্তের কারণ হইতে কখনই ইচ্ছুক হয় না। যাহা আছে তাহা ক্রোড়ে লইয়া খট্টার তলে কোন এক কোণে মাথা লুকাইয়া প্রাণে প্রাণে কুশলে থাকিতে পারিলেই তাহাদিগের সকল তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়। যে

জাতি জীবিত রহিয়াছে, যাহাদিগের হৃদয়ের স্রোতঃ অদ্যাপি তরতর ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা প্রমত্ত সুতরাং অতি সহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা জীবন্ত বারুদ গৃহ, অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র পতিত হইলেই ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহারা হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে, লোককে প্রশংসা করিতে জানে, লোককে নিন্দা করিতে জানে এবং কোন্ সূত্রে গ্রন্থন করিলে সকলের হৃদয় একটি স্তবকের ন্যায় গ্রথিত হইতে পারে, তাহাও বিলক্ষণরূপে জানে। মৃতজাতীয়দিগের মধ্যে কখনও লোকারণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; জীবিতজাতীয় মনুষ্যদিগের বাসস্থলই লোকারণ্যের যথার্থ স্থান।

ফরাশীদেশ লোকারণ্যের এক প্রধান প্রদর্শনক্ষেত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রণ্ড নামক সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবের কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ফ্রান্সে নিত্যই নূতন লোকারণ্য লোকের নয়নগোচর হইতেছে। ইহার অর্থ এই, ফরাশীরা বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়াছে, কখনও ভূতলে পড়িয়াছে, কখনও উপরে উঠিয়াছে, কখনও বা যাই যাই হইয়াছে, কিন্তু একবারে মরিয়া যায় নাই। তাহাদিগের লোকারণ্য অভিমানিনী এনের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে; ষোড়শ লুইকে শান্তির শয্যাহইতে চমকিত করিয়া উঠাইয়াছে, এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে বার্ক * প্রভৃতি প্রশান্তচিত্ত সুস্থির সুগভীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও পাগল বানাইয়া তুলিয়াছে। ইহা কেন? না, ফ্রান্স জীবিতরাজ্য।

ইংলণ্ডে প্রজাপ্রতিনিধিনির্ব্বাচন অথবা কোন রাজকীয় বিধির পরিবর্ত্তনের সময় কিরূপ লোকভয়ঙ্কর তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা সকলেরই অবগতির বিষয়। তখন পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন

* ফ্রণ্ড বিপ্লবের কালে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বার্ক দিবারাত্র তাহার ফলাফল ভাবিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন।

সকলেই দেশের একপ্রান্ত অবধি আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। বোধহয় যেন সমস্ত দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। এক এক স্থলে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোক মিলিত হইয়া চীৎকার করে, আর সেই চীৎকারে সমুদায় ইউরোপ কাঁপিতে থাকে। ইংলণ্ড কি সভ্য নয়? ইংলণ্ডে কি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক বর্ত্তমান নাই? কিন্তু ইংলণ্ডের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, সামাজিকতা, কিছুই উহার হৃদয়াবেগ এবং লোকারণ্য অবরোধ করিতে পারেনা। কারণ, ইংলণ্ড জীবিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যখন জীবিত ছিল, তখন ভারতবাসীরা লোকারণ্য দর্শন করিয়া আহ্লাদে ঢল ঢল হইত। ইদানীং তাহা হয় না, কারণ ইদানীং ভারতবর্ষ জীবিত নাই। পৃথ্বীরাজের পর হইতেই ভারতবর্ষ প্রাণহীন হইয়া এক ভয়ানক শ্মশানের বেশধারণ করিয়াছে; চাহিয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভারতবর্ষে ভক্তির স্রোত অদ্যাপি প্রবহমাণ রহিয়াছে; এই হেতু, অদ্যাপি তীর্থস্থলে লোকারণ্যের মাহাত্ম্য কিয়দংশে অনুভূত হয়। কিন্তু অন্য কোন এক ভাব, কি কোন এক কথাতেই এদেশীয়েরা এইক্ষণ আর এক-হৃদয়বৎ নাচিয়া উঠে না, অথবা একত্র দণ্ডায়মান হয় না।

(প্রভাতচিন্তা)

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের নিয়ম এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণবিষয়ে মতামত উপস্থিত হইবার কারণ নির্দ্দেশ।

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বৃত্তির এক এক প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, উপার্জ্জন করা

অর্জ্জন-স্পৃহাবৃত্তির প্রয়োজন, পরোপকার করা উপচিকীর্ষাবৃত্তির প্রয়োজন ইত্যাদি। জগদীশ্বর যে কার্য্য সাধনার্থ যে বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক স্থলে একবৃত্তির সহিত অন্যবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়। একবৃত্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, অন্য বৃত্তি তাহা নিষেধ করিতে থাকে। অর্জ্জন স্পৃহা-বৃত্তি থাকাতে উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং পরিবার প্রতিপালনার্থে উপার্জ্জন করাও বিহিত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পরের অর্থাপহরণ করা ন্যায়পরতা-বৃত্তির অভিমত নহে। অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তি পরধনহরণে প্রবৃত্তি দিতে পারে, কিন্তু ন্যায়পরতাবৃত্তি তাহা নিষেধ করিয়া থাকে, সুতরাং একবৃত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গেলে অন্যবৃত্তির উপদেশ অস্বীকার করা হয়। অতএব এরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, অন্যান্য বৃত্তিকে তাহাদের বশবর্ত্তী করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম আছে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। অতএব এমন স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদি অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাহাহইলে বিস্তর অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। যাহার অপত্যস্নেহ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাদৃশ তেজস্বিনী নহে, তিনি অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হইয়া স্বীয় সন্তানের শুভাশুভ সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। হিতকারী বা অহিতকারী যে

কোন বিষয় দ্বারা সন্তানের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপে অনেক সন্তানের অতিভোজনে আলস্য-বর্দ্ধনে ও পাপাচরণেও উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু এপ্রকার ব্যবহার আমাদের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তিওধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা নিরূপিত হয়, সন্তানের সমুদায় অশুভ বাসনা সিদ্ধ করিলে, তাহার অসুস্থতা, অশিষ্টতা, উগ্রভাবপ্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করা হয়। যদ্দ্বারা কাহারও ক্লেশ ও অনিষ্ট হয় তাহা কদাচ উপচিকীর্ষা-বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। নির্ব্বোধ বালকের অন্তঃকরণ অসৎপথে চালনা করিলে তাহার প্রতি ন্যায় বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়, অতএব এরূপ আচরণ ন্যায়পরতাবৃত্তিরও সম্মত নহে। পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি শিশুর ভরণপোষণ ও সাধ্যমত শুভোন্নতি সাধন করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব তাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিয়া অকল্যাণ উৎপাদন করা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সুতরাং এরূপ আচরণ পরমেশ্বর বিষয়িণীভক্তিরও অনুগামী নহে। অতএব সন্তানের অসৎকামনা পরিপূরণ যদিও অপত্যস্নেহের সম্পূর্ণরূপ গ্রাহ্য, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গ্রাহ্য নহে। সুতরাং কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানবৃত্তি বটে, কিন্তু তাহাদেরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধানার্থে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের সহায়তা আবশ্যক করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত প্রগাঢ় অপত্যস্নেহের সহযোগ থাকিলে, সন্তানকে যেরূপ যত্ন ও উৎসাহপূর্ব্বক লালন পালন করা যায়, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিদ্বারা সেরূপ করা যায় না। অপরের অপেক্ষা সন্তানের শুভসাধনে যে অধিকতর অনুরাগ হয়, অপত্যস্নেহই তাহার প্রধান কারণ।

অতএব সকল প্রকার মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তদনুযায়ী ব্যবহারই বৈধব্যব৹

হার, এবং তদ্বিরুদ্ধব্যবহারই অবৈধ। যে স্থলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে এই শেষোক্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায়ের অনুমতি প্রতিপালন করাই শ্রেয়ঃ কল্প, এইরূপ ব্যবহারের নামই ধর্ম্ম ও পুণ্য; ধর্ম্মও পুণ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদ প্রাণীর সাধারণ নাম পক্ষী, সেইরূপ সমুদায় বৈধকর্ম্মের সাধারণ নাম ধর্ম্ম ও পুণ্য। বৈধ কর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম ও পুণ্যের কিছু মাত্র বিশেষ নাই। পরস্পর ঐক্য ভাবাপন্ন সমুদায় মনোবৃত্তির অভিমতকার্য্যকে বৈধকার্য্য বলে, তাহাকেই কর্ত্তব্য কহে এবং তাহাই ধর্ম্ম ও পুণ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। সমুদায় কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা এই তিনবৃত্তিরই অভিমত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল স্থলে পরস্পর সহকৃত হইয়া একত্র কার্য্যকরে এমত নহে। তাহারা অনেকস্থলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করে। যদি কোন ব্যক্তি সহসা নদীগর্ভে পতিত হয়, আর অন্যকোন দয়াশীল ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান এবং তাঁহার সন্তরণ করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে তিনি স্বভাব সিদ্ধ প্রগাঢ় উপচিকীর্ষা মাত্রের বশীভূত হইয়া তাহার উদ্ধারার্থ ধাবমান হইতে পারেন। ঐ কার্য্য ন্যায়সম্মত ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত কিনা, তিনি সে সময়ে তাহা বিবেচনা না করিলেও না করিতে পারেন। কিন্তু যখন আমরা স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি তখন প্রতীতি হয়, একার্য্য যেমন উপচিকীর্ষাবৃত্তির অভিমত, সেইরূপ, ন্যায়ানুগত, বুদ্ধিসম্মত এবং ঈশ্বরাভিপ্রেতও বটে। অতএব সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি একার্য্যের বৈধতা স্বীকার করিয়া থাকে। এইরূপ, সমুদায় ন্যায়যুক্ত কার্য্যই লোকের উপকারী এবং পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং পরমেশ্বর বিষয়িণী ভক্তির অনুমোদিত, তাহা উপ-

চিকীর্ষা ও ন্যায়পরতারও সম্মত, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, তাহা স্বভাবতই অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরও অভিমত হইয়া থাকে। বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, উপচিকীর্ষাবৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার সহযোগ না থাকিলে, অপাত্রে দান, অতি ব্যয়শীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে, ভক্তিবৃত্তি সৃষ্ট ও মনঃকল্পিত বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ, অর্থাৎ সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর মিলিত ও অবিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্ত্তব্য এবং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার অকর্ত্তব্য। যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধানবৃত্তিদিগের অনুগামী হইয়া কার্য্য করাই শ্রেয়ঃকল্প। কিন্তু সকলের সকল বৃত্তি সমান নহে, কাহারও জিঘাংসা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কাহারও অর্জ্জনস্পৃহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, কাহারও বা ভক্তি ও উপচিকীর্ষা সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিনী। ইহাতে সকল বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় হওয়া সুকঠিন। অতএব যাঁহাদের মানসিকবৃত্তি সকল স্বভাবতঃ তেজস্বিনী ও পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয় তাঁহাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে যে সমস্ত কর্ত্তব্য অবধারিত হয়, তাহারই নাম সৎ-

কার্য্য, তাহাই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এবং তাহাই একান্ত যত্ন ও অবিচলিতশ্রদ্ধাসহকারে সম্যক্‌রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার বলে। এইরূপ আচরণ করিলে অতিপবিত্র আত্মপ্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ-সম্বলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হইয়া থাকে তাহাকেই আত্মপ্রসাদ কহে। আত্মপ্রসাদ অমূল্যধন। যিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি,—যথাসাধ্য পরোপকারব্রত পালন করিতেছি,—সকল লোকের সহিত অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছি—প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি, তিনি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্তচিত্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধসুখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্ম্মলজলতুল্য পবিত্র চরিত্র পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহার সাধুব্যবহার যাবতীয় মনুষ্যের অগোচর থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোকমুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রতপালনে কৃতকার্য্য জানিয়া অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন। দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত সৎক্রিয়া একবার মাত্র স্মরণ করিলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শুভসাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্ম্মশীলব্যক্তির সঙ্কল্প, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ়লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইয়া বিদ্বেষ প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাহার কি

করিতে পারে? গতসর্ব্বস্ব হইলেও তিনি অধীর হননা। তিনি আপনার হৃদয়ভাণ্ডারে যে অমূল্যসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

আত্মপ্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার আত্মগ্লানিও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপপঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিলেও আমরা তাহাতে শ্রুতিপাত করিনা। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইলে অবিলম্বে নিরস্ত হয় এবং তখন গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তখন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতররূপ তিরস্কার করিতে থাকে। যিনি আপনার কুব্যবহারদ্বারা কাহারও সুখরত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলেও কৌশলে কাহারও ধর্ম্মরূপ বিশুদ্ধভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তভূমিতে তাহার মলিনমূর্ত্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখস্রোত এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে ভূমণ্ডলে পাপপ্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষা অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত, এরূপ স্মরণ ও চিন্তন করা দুঃসহ যাতনার বিষয়! যে ব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়াও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় পাষাণময় তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ দুর্ব্বিপাকবশতঃ স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক সুচারু চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন নির্ধন সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপজনিত বিষম যন্ত্রণা

চিন্তা করিলে সেই প্রতারিত দুঃখী ব্যক্তির ও দয়া উপস্থিত হয়। আমোদ প্রমোদ যে সমস্ত পাপকর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে কিয়ৎকাল অবাধে ধর্ম্ম-রূপ পবিত্রব্রত পালন করিয়া পরিশেষে রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া পাপ-পথে পদচালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের আপন অন্তঃকরণ আমাদিগকে অধর্ম্ম-পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার অভি-প্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অব-হেলনপূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাপাচরণ অভ্যাস পায় এবং অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনু-তাপজনিত যাতনার হ্রাস হইয়া আইসে; কারণ যেমন প্রস্ত-রের উপর পুনঃপুনঃ খড়্গাঘাত করিলে খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ পুনঃপুনঃ পাপাচরণ করিলে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়, সুতরাং তাহাদের তিরস্কার করণের শক্তি ন্যূন হইয়া মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া পশুবৎ রিপুপরতন্ত্র ও রিপুসেবায় অনুরক্ত এবং পুণ্যজনিত পবিত্রসুখে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

কিন্তু পাপ করিলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনু-শোচনা উপস্থিত হয়, এমন নহে। যে ব্যক্তির ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমধিক তেজস্বিনী, দৈবাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহার যেরূপ মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কখনই সেরূপ হয়না। যাহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বভা-বতঃ ক্ষীণ সে পাপ-পঙ্কে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধসুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃপুনঃ পাপাচরণ করাতে, অবিলম্বে

রাজদণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য প্রকারে নিগৃহীত হইয়া স্বেচ্ছানুযায়ী উপদ্রব করিতে অসমর্থ হয়।

যদি পাপ-পুণ্য-জ্ঞানমনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ হইল, তবে এবিষয়ে মতামত ও বাদানুবাদ উপস্থিত হইবার কারণ কি? সমুদায় মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাব, অতএব যে বিষয় আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, সে বিষয়ে সকল মনুষ্যেরই একরূপ অভিপ্রায় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার বিপরীতভাব দৃষ্টি করা যাইতেছে। একব্যক্তি যে কর্ম্ম নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, অন্য ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরমপবিত্র বোধ করিয়া থাকেন। এক জাতীয় লোকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করে, অন্য জাতীয় লোকে তাহা অতিশয় শ্রেয়স্কর কার্য্য বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কতদেশে কত প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। অতএব এক মানবজাতি হইতে এরূপ পরস্পর বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি, তাহা বিবেচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ—ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সকল লোকের সকল বৃত্তি সমান নহে। কাহারও অধিক বুদ্ধি কাহারও অল্প বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও একরিপু প্রবল কাহারও অন্যরিপু প্রবল। কোন বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী থাকিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যাহার উপচিকীর্ষাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ভক্তিবৃত্তি অতিশয় দুর্ব্বল, পরোপকার সাধন করা তাহার যাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবে; পরমেশ্বরের বিষয় শ্রবণ মননাদি করা তাদৃশ কর্ত্তব্য বোধ হইবেনা। আর যে ব্যক্তির ভক্তিবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা অতিশয় দুর্ব্বল, পরমেশ্বরের অথবা মনঃকল্পিত উপাস্য

দেবতার জপ, স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় তাঁহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জন্মে, যথানিয়মে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহে ও জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাদৃশ জন্মে না। কাম অপত্যস্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সাপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, সংসারাশ্রমে অবস্থিতিপূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করা যেরূপ আবশ্যক বোধহয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ হইলে সেরূপ না হইতে পারে। বোধহয় যাঁহাদের এই সমুদায় বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ভক্তি বৃত্তি ও কৌতূহলজনক কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় প্রবল, তাঁহারাই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থ ভ্রমণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—বুদ্ধি-দোষেও অনেকানেক অবিধেয় কর্ম্ম বিধেয় বোধহয় এবং বিধেয় কর্ম্মও অবিধেয় বোধহয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্ত্তব্য এ বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া সেই সমুদায় নিরূপণ না করিলে তাহা জানিতে পারা যায় না। তাতার দেশীয় লোকের বিদেশীয় লোকদিগকে বৈরী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম আছে, এ কারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ ও প্রাণসংহার করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিয়া থাকে। এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত নির্দ্দয় ও ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া এমত বিবেচনা করা উচিত নহে যে, তাহাদের কিছুমাত্র দয়া ও ন্যায়পরতা নাই। যদি কোন ক্রমে তাহাদিগের এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারাযায় যে, কোন দেশের লোক তাহাদিগের বৈরী নহে, সকল লোকে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বিদেশীয় লোকমাত্রেরই ধনপ্রাণহরণ কর্ত্তব্য কিনা, তবে আর তাহারা কোন ক্রমে ইহা বিধেয় বলিয়া স্বীকার করিবেনা। অতএব তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতেই এই বিষম দোষাকর কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকে বিচারস্থলে সাক্ষ্যদান করা দারুণ-দুর্গতি-জনক গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষ্যদানের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইদানীন্তন লোকেরা সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন না। চিরাগত কুসংস্কার এই অশেষ-দোষাকর দেশাচারের মূলীভূত কারণ। কিন্তু যিনি নানাপ্রকার প্রাকৃতিকনিয়ম পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, সাক্ষী হইয়া যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট যথার্থকথা কহিতে কিছুমাত্র দোষ নাই, বরং দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনার্থে সাক্ষ্য প্রদান করা সম্পূর্ণ বিধেয় ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সত্যকথা কহিয়া দোষীর দোষ, নির্দ্দোষীর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন কর্ম্মে কিছু কিছু দোষ ও আছে, এবং কতক গুণও আছে। যিনি তাহার দোষ-ভাগমাত্র দৃষ্টি করেন তিনি তাহা দূষ্য বোধকরেন এবং যিনি গুণ-ভাগমাত্র দৃষ্টি করেন তিনি তাহা বৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অল্পবয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত কিনা এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকে বিশে-ষতঃ স্ত্রীলোকে একপ্রকার বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, যদ্দারা অবিলম্বে স্নেহাস্পদ পুত্রবধূর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া আহ্লাদসাগরে অবগাহন করা যায় এবং তাহাকে গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা পরম সুখের বিষয়, অতএব অব-শ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু দূরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন পুত্রবধূর মুখাবলোকন সুখজনক বটে, কিন্তু বালক বালিকা পরস্পর উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে পরস্পরের মর্য্যাদা জানিতে পারে না এবং কাহার কিরূপ চরিত্র তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাক্রান্ত হয়, তাহাহইলে তাহাদি-

গকে চিরজীবন দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করত বিবাদ কলহ করিয়া কাল-ক্ষেপ করিতে হয়। আর যদি অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্ব্বল, জীর্ণ ও রোগার্ত্ত হয় এবং অল্পবয়সে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচারী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। তদ্ভিন্ন যদি বিবাহিত পুত্র অল্প-কালে ভারগ্রস্ত হইয়া রীতিগত বিদ্যা ও বিষয়কর্ম্ম শিক্ষার্থে অব-সর না পায়, এবং সেই কারণে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে দারুণ দৈন্য দশায় পতিত হইয়া চিরজীবন যৎপরোনাস্তি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে থাকে। অতএব বাল্যবিবাহে দোষের ভাগ অধিক। যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতে আমাদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোনক্রমে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বালকবি-বাহের যৎকিঞ্চিৎ যাহা গুণবৎ আভাস পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে এতদ্দেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে। যে দেশে যত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহার অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা যেমন কতকগুলি একপ্রকার জন্তুকে পশু, পক্ষী, পতঙ্গ অথবা অন্যকোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরূপ কতকগুলি একপ্রকার ভিন্ন২ ক্রিয়াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া, সত্য, ক্ষমা, দান, চৌর্য্যপ্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করি। ইহার মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য-কথন প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কর্ম্মকে বৈধ এবং অন্য কয়েক জাতীয় কর্ম্মকে অবৈধ বলিয়া জানি, কিন্তু একজাতীয় সমুদায় সৎকর্ম্মও সমান গুণশালী নহে এবং এক জাতীয় সকল কুকর্ম্ম ও

সমানরূপ দূষণীয় নহে। কাহাকেও দান করিতে দেখিলে, সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; কিন্তু যে স্থলে দান করিলে, কাহারও আলস্য-বৃদ্ধি অথবা কোন কুৎসিত ক্রিয়ায় বা কুৎসিত প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হয়, সে স্থলে দান করা কোনরূপে বৈধ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। ঋণপরিশোধ না করিয়া যথেচ্ছ অর্থ দান করা কোন মতেই উচিত নহে। স্থলবিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্তু বিচার আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে দোষীর দণ্ড না করা এবং যে স্থলে ক্ষমা করিলে লোকের উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সে স্থলে ক্ষমা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া উক্তরূপ স্থলেও দানাদি করা পুণ্য জনক বোধ করেন কিন্তু তাঁহাদের এরূপ বোধ কোনরূপে যুক্তিসম্মত নহে। একজাতীয় সমুদায় কর্ম্মকে সমানরূপ গুণশালী জ্ঞান করাতে ঐরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ। আমরা যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিয়া থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে দোষ-ভাগকে লঘু ও গুণ-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। স্নেহপাত্র, প্রেমাস্পদ, ও ভক্তিভাজনকে স্মরণ হইবামাত্র অন্তঃকরণ স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া এ প্রকার পক্ষপাত উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোষভাগকে দোষ বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের দোষ সমুদায় লক্ষিত হয় না, গুণভাগমাত্রই দৃষ্টি পথে পতিত হয়। মিত্রেরা যে মিত্র-পক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাহার কারণ এই। প্রত্যুত, শত্রুকে স্মরণ হইলে, দ্বেষানল প্রবল ও ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং তদ্দ্বারা তাহার গুণসমূহ বিস্মৃত হইয়া তিল-প্রমাণ দোষ তাল-প্রমাণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহার দোষ-ভাগের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরূপ শাত্রবভাবের আবির্ভাব হয় যে, তদীয় গুণসমূহকে গুণ

বলিয়া অঙ্গিকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একারণ অনেকানেক স্থলে শত্রুরা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবৎ কার্য্য করে, মিত্রপক্ষহইতে সেরূপ হওয়া সুকঠিন। শত্রু বা মিত্রপক্ষঘটিত কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, বিচারকদিগের পক্ষপাতরূপ গুরুতর-দোষে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, যে কয়েক কারণে কোন কোন দুষ্কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম ও কোন কোন সৎকর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা উপচিকীর্ষার স্বভাব, ন্যায্যান্যায্য প্রতীতি করা ন্যায়পরতার স্বভাব, ভক্তিভাজনকে ভক্তিকরা ভক্তিবৃত্তির স্বভাব, ইত্যাদি যে বৃত্তির যেরূপ স্বভাব নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হয় না। হয়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যথোচিত মার্জ্জিত না হওয়াতে সকলকর্ম্মের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণকরিতে সমর্থ হয়না, নয়, কোন মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের উপদেশ বলবৎ হইতে দেয় না। ইহাতেই স্থলবিশেষে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। অম্ল, মধুর, কটু, তিক্তাদি অনুভব করা আমাদের যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতীতি করাও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় স্বস্ব স্বভাবানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক আপনাদের সর্ব্বপ্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে এবং মার্জ্জিতবুদ্ধির সহকৃত হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম প্রয়োজক পরমেশ্বরের প্রকৃত অনুমতি প্রচার করিতেছে। তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি জ্ঞান করা উচিত এবং তাহাদের আদেশ তাঁহারই আদেশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পরিপালন করা কর্ত্তব্য।

জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান দ্বারা পূর্ব্বোক্ত

প্রকারে পাপ পুণ্য-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তদনুযায়ী দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে দৃঢ়তর রূপে সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম আমাদের চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, সংসারে তদনুযায়ী শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্য-বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরমেশ্বর যে আমাদের সদসদ্ব্যবহার অনুসারে ফলাফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বাবধি সকলদেশীয় সকলজাতীয় পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি নিয়মে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা নিরূপণ করিতে নাপারিয়া নানাব্যক্তি নানাপ্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, কোন কোন ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি চিরকাল অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া বহুকষ্টে দিনপাত করেন, অথচ কত কত অতিপাপিষ্ঠ পর-পীড়ক নরাধম অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্য কৌতুক করত পরমসুখে কালযাপন করে। কোন কোন পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি যাবজ্জীবন রুগ্ন ও শীর্ণশরীরে বহুক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন কেহ কেহ চিরকাল পাপপথে প্রবৃত্ত থাকিয়াও সুস্থ ও সবলশরীরে বিনাক্লেশে সংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগূঢ়তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়া কেহ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপ-পুণ্য, কেহবা অন্য প্রকার অনির্দ্দেশ্য বিষয় উক্তরূপ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সমুদায় মত কোনমতেই প্রামাণিক নহে। পূর্ব্বে বাহ্য-বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক পুস্তকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা

সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই বিশ্বাস হয়, যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ক নিয়মলঙ্ঘন বা পালন করে, সে তদ্বিষয়ক দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে হস্ত পদাদি আহত হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, রোগ উৎপন্ন হয়, আর ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পুণ্য-জনিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোক নিন্দা, চিত্তমালিন্য, লোকের নিকট অবিশ্বস্ততা, রাজদ্বারে দণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী কি নির্ধন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কাহারও প্রতি এবিধানে অব্যাপ্তি নাই। সকলেই বিশ্বাধিপের প্রজা, সুতরাং সকলেই তৎসন্নিধানে স্বস্ব কর্ম্মানুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব যে সমস্ত সুনীতিসূত্র মনুষ্যের মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে, যখন তাহা পালন করিলে শুভফল ও লঙ্ঘন করিলে অশুভফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন বলিতে হইবে, ঐ নীতি-প্রত্যয় ও তদনুযায়ী ফলোৎপত্তি উভয়ে ঐক্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্ব-পতির শাসনপ্রণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধনিয়ম দৃঢ়তররূপে সপ্রমাণ করিতেছে। (ধর্ম্মনীতি)

মহাকবি কালিদাসের ধীশক্তির মহিমা।

একদা চতুরচূড়ামণি ভোজরাজ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি কোন নূতন কবিতা শুনাইতে পারিবেন তাঁহাকে লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। কিন্তু তিনি স্বীয় চাতুরীবলে সভা-মধ্যে শ্রুতিধর, দ্বিঃশ্রুতিধর প্রভৃতি পণ্ডিত রাখিয়া অনেকানেক

কবিকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় কোবিদবর্গকে মহা অপমানিত করিতেন। যদি কোন সুকবি অতি সুললিত নবরসরুচির সরস ভাবালঙ্কারঘটিত রসময়ী কবিতা রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতেন, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সভাস্থ শ্রুতিধর মনীষিবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেন, মহারাজ আমরা বহুকালাবধি এই কবিতা জানি; এ অতি প্রাচীন কবিতা; ইনি কেবল আপন কবিত্ব জ্ঞাপনার্থ এই কবিতা স্বরচিত বলিতেছেন। ইহা কহিয়া তাঁহারা সেই কবিতা অনায়াসে আবৃত্তি করিতেন। প্রথমে প্রথম শ্রুতিধর, পরে দ্বিঃশ্রুতিধর প্রভৃতি ক্রমে অনেকেই সেই কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবিদিগকে মহা অপ্রস্তুত করিতেন।

একদা মহাকবি কালিদাস এই বার্ত্তাশ্রবণে মনোমধ্যে এক চমৎকার অভিসন্ধি স্থির করিয়া ভোজরাজের সভায় আসিয়া স্বরচিত এক নূতন কবিতা পাঠ করিলেন।

> স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী।
> পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্ম্মদীয়া॥
> তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকল বুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ।
> নোবাজানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতিচেৎ দেহিলক্ষং ততোমে॥

হে ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকবর সত্যবাদী ভোজরাজ, আপনার পিতা আমার নিকট হইতে এককোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি তাহা ত্বরায়পরিশোধ করুন। এবিষয় যে সত্য ইহা মহারাজের সভাসদ, পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই জানেন; যদি না জানেন, তবে আমার এই কবিতা নূতন হইল; আপনার অঙ্গীকৃত লক্ষমুদ্রা আমাকে প্রদান করুন্।

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক এবং ভোজরাজ অতীব বিস্ময়াপন্ন হইয়া অন্যোন্যমুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সুবুদ্ধিশিরোমণিমহাকবি কালিদাস ঈষদ্ধাস্য আস্যে কহিতে লাগি-

লেন মহারাজ! কি আর ভাবনা করেন, আপনি অতি সৎপুত্র কুলপ্রদীপ, পিতার ঋণজালহইতে ত্বরায় মুক্ত হউন। শাস্ত্রে কথিত আছে, পুত্র হইয়া যে নরাধম পিতার ঋণপরিশোধ না করে, তাহাকে অন্তে অনন্তকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করিতে হয়। যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয় তবে এই কবিতা যে আমার স্বরচিত নূতন, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিয়া আমাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারি-তোষিক দিতে আজ্ঞা হইবেক।

ভোজরাজ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎভাবনা করিয়া উত্তর করিলেন, আপনি অদ্য স্বস্থানে গমন করুন্, কল্য আসিবেন, যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয় তাহাই হইবেক। ইহা শুনিয়া কালিদাস বিদায় লইয়া স্বীয় বাস-স্থানে গেলেন।

অনন্তর মহীপাল সভাসদ শ্রুতিধর পণ্ডিতদিগের সহিত পরা-মর্শ করিতে লাগিলেন, এক্ষণে ইহার কি উপায় করা কর্ত্তব্য। বুঝি এতদিনে আমাদের চাতুরীজাল এককালে ছেদ হইল। কালিদাসের বুদ্ধিকৌশল সামান্য নহে। সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতেরা কহিলেন, মহারাজ সত্য বটে, আমরা কালিদাসের কবিতা কৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি, যাহাহউক ইহাঁকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এরূপ চমৎকার কৌশল প্রকাশ করিতে কেহই সমর্থ হন নাই।

তদনন্তর একজন প্রাচীন পণ্ডিত কহিতে লাগিলেন, রাজন্ এবিষয়ে এক উপায় আছে, তাহাই করুন্। আমার স্মরণ হইল আপনার স্বর্গীয়জনক মহাত্মার স্বহস্ত লিখিত এরূপ এক লিপি আছে, যে "আমি আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্ন কালে আমার নদী-তীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তালবৃক্ষোপরি অনেক রত্ন রাখিলাম। আমার উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে।" হে

নরনাথ! কালিদাসের কবিতা পুরাতন বলিয়া এই অসম্ভব লিপি তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক সেই ধন তাঁহকে আদায় করিয়া লইতে আদেশ করুন। ইহাতে তাঁহার ধূর্ত্ততা ও কবিতাভিমান দূর হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ চাতুরীজালে জড়িত হইতে হইবেক। ইহা শুনিয়া মহীপাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই সভাসদকে শতশত ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে কোবিদবর! উত্তম পরামর্শ বটে, আপনার অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে আমার মান সম্ভ্রম প্রতিজ্ঞাদি সকলই রক্ষা হইবার সম্ভাবনা হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে কালিদাস রাজসভারোহণপূর্ব্বক এই কবিতা পাঠ করিলে শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা একে একে সকলেই সেই কবিতা অভ্যস্তপাঠের ন্যায় অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! একবিতা নূতন নহে, ইহা আপনার স্বর্গীয়-জনকমহাত্মার কৃত। এই কবিতা আমরা বহুকাল জানি। আপনি ত্বরায় তাঁহার ঋণজাল হইতে মুক্ত হউন। ইহা শুনিয়া রাজা ঐ লিপি লইয়া কালিদাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কালিদাস তৎক্ষণাৎ তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে রাজন্! এই লিপিতে অর্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, অতএব যদি আমার দত্ত ঋণের সমুদায় রত্ন পাওয়া না যায়, তবে আপনাকে অবশিষ্ট রত্ন দিতে হইবেক। যদি অতিরিক্ত রত্ন পাওয়া যায়, তাহা আপনাকে প্রতিদান করিব। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভাল তাহাই হইবে। তদনন্তর কালিদাস ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অতিগভীরস্বরে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সেই অনাদিরাদিরীশ্বর বিপন্নজনপাবন ভূতভাবন ভাবময় আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনি অতি সৎপুত্র কুলতিলক; আপনি যে পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি?

পরে কালিদাস হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে সেই নির্দ্দিষ্ট

বৃক্ষের নিকটে উপনীত হইলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মূলদেশ খনন করিয়া ভূগর্ত্ত হইতে দুইটি তাম্র কলসপূর্ণ দুই কোটিরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই দুই কলস সমেত রাজসভায় পুনরাগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরবর! আমি সেই বৃক্ষের মূল হইতে দুইকোটি রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার প্রাপ্য এককোটি নবনবতি লক্ষ রত্ন আমি গ্রহণ করিলাম ; অপর লক্ষরত্ন আপনি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।

নরপতি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, হে সুবুদ্ধি শেখর কবিকুলতিলক পণ্ডিতবর! আপনি কিরূপে জানিলেন, যে রত্ন বৃক্ষের মূলে নিহিত আছে। কালিদাস কহিলেন, মহারাজের জনক মহাত্মা লিখিয়াছিলেন, "আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তালবৃক্ষোপরি অনেক রত্ন রাখিলাম।" ইহার অর্থ এই যে, আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে মস্তকের ছায়া পদতলে আসিয়া থাকে। এই সঙ্কেতে বৃক্ষের মূলদেশ খনন করিয়া এই রত্ন প্রাপ্ত হইলাম। নতুবা বৃক্ষের উপরিভাগে মুদ্রা রাখা সম্ভাবিত নহে।

ইহা শুনিবামাত্র রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কালিদাসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক অপর লক্ষ রত্নও উঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ; এবং সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে কালিদাসের পাদবন্ধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধন্যরে স্বর্গীয় সুধাভিষিক্ত কবিতাশক্তি! তোমার অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে আর কি আছে! তোমা ব্যতিরেকে আর এরূপ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে কে সমর্থ হইবে! প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষাও তোমার সৃষ্টি চমৎকারিণী! ব্রহ্মার সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ নির্ম্মিতা। তোমার সৃষ্টি কেবল বাঙ্মাত্রাত্মক শূন্য পদার্থদ্বারা রচিত হইয়াও কি পর্য্যন্ত মনোহারিণী ও চমৎকারিণী হইয়াছে। হে অসামান্য ধীশক্তি-

সম্পন্ন সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র কবিকেশরী কালিদাস! তুমি কি অলৌকিক কবিত্বশক্তি ভূষিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। বিশেষ ব্যুৎপন্ন অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা কেহই তোমার তুল্য কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। তোমার কাব্য নাটক সমস্তের রস মাধুরী শব্দ-চাতুরী ও ভাবভঙ্গী যে কি পর্য্যন্ত সুমধুর, তাহা একমুখে বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? স্বয়ং ভারতী যদি শেষরূপ ধারণ করেন, তথাপি তিনি সে মধুরতা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন কি না সন্দেহকল্প। তুমি যখন যে রস বর্ণন করিয়াছ, তখন তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া গিয়াছ। তোমার কাব্য নাটকের বর্ণনা সমস্ত পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয়, যেন সেই সমস্ত ব্যাপার আমাদের নেত্রপথে বিচরণ করিতেছে। অধিক কি বর্ণন করিব, তোমার অপূর্ব্ব ভাবালঙ্কার ঘটিত নবরসরুচির কবিতা কীর্ত্তিই আমাদের ভারতবর্ষের গৌরবের পতাকাস্বরূপ হইয়াছে। এই রত্নগর্ভা বসু-ন্ধরা তোমাকে ধারণ করিয়াই ধন্যা হইয়াছেন। তোমাকে ধারণ করাতেই তাঁহার রত্নগর্ভা বসুন্ধরা নামের সার্থকতা হইয়াছে। তোমার তুল্য অমূল্য বসুরত্ন জগতে আর কি আছে!

আহা! আমি কি অলীক সর্ব্বস্ব নরাধম প্রতারক! এতাবত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যাভিমানে অন্ধ হইয়া নিখিল বিদ্বজ্জন রঞ্জনাজনিত কি ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। কত কত মহানুভাব উদারস্বভাব সদাশয় পণ্ডিতকে সভামধ্যে কি পর্য্যন্ত অপমান না করিয়াছি! তাঁহারা কতই বা মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাঁহারা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও নয়ন-নীরে অবনীকে আর্দ্র করিতে করিতে প্রস্থান করিয়াছেন। হে মহানুভব! আমার এই মহাপাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে

আজ্ঞা হউক। নতুবা আমাকে অন্তে অন্তকালের অনন্তকাল পর্য্যন্ত অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইবেক।

কালিদাস ঈষৎ হাস্য আস্যে কহিলেন, মহারাজ! প্রতারণাকে মহাপাপ বলিয়া এতদিনে কি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল, ইহার অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে! এবং লোককে প্রতারণা-জালে বদ্ধ করিতে গিয়া যে স্বয়ং প্রতারণাজালে জড়িত হইলে, ইহার অপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আর কি আছে! আপনি কি জানেন না প্রতারণা পরায়ণ হইলেই প্রতারিত হইতে হয়।

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত লোক তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে চমৎকৃত হইয়া চিত্ত পুত্তলিকার ন্যায় অবাক হইয়া রহিলেন। তখন মহাকবি কালিদাস ভূভুজকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সেই সকল রত্ন গ্রহণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক দীন দরিদ্র অনাথদিগকে দান করি-লেন। অপর অর্দ্ধভাগ আপনি গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (ছাত্রবোধ)